www.BANGLAKITAB.com

١٣٢٨- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : «اَلْخَيْلُ مَعْقُوْدٌ فِيْ نَوَاصِيْهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৩২৮. হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ঘোড়ার কপালের মধ্যে কিয়ামত পর্যন্ত কল্যাণ নিহিত রয়েছে। (বুখারী ও মুসলিম)

١٣٢٩- وَعَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : «اَلْخَيْلُ مَعْقُوْدٌ فِيْ نَوَاصِيْهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْأَجْرُ، وَالْمَغْنَمُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৩২৯. হযরত উরওয়া আল-বারিকী (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাম আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "কিয়ামত পর্যন্ত ঘোড়ার কপালের সাথে কল্যাণ সংশ্লিষ্ট রয়েছে– প্রতিদান ও গানীমত আকারে"। (বুখারী ও মুসলিম)

١٣٣٠- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «مَنِ احْتَبَسَ فَرَسًا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ إِيْمَانًا بِاللّٰهِ وَتَصْدِيْقًا بِوَعْدِهِ، فَإِنَّ شِبَعَهُ وَرِيَّهُ وَرَوْثَهُ وَبَوْلَهُ فِيْ مِيْزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১৩৩০. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে (জিহাদ করার জন্য) আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান এনে তাঁর ওয়াদাকে সত্য মনে করে কোন ঘোড়া প্রতিপালন করে, তার এই ঘোড়ার খাবার, লাদা ও পেশাব কিয়ামতের দিন তার আমলের মীযানে(তুলাদণ্ডে) স্থাপতি হবে। (বুখারী)

١٣٣١- وَعَنْ أَبِيْ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِنَاقَةٍ مَخْطُوْمَةٍ فَقَالَ : هٰذِهِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَبْعُمِائَةٍ كُلُّهَا مَخْطُوْمَةٌ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৩৩১. হযরত আবু মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি গলায় লাগাম দেয়া একটি উষ্ট্রী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে এনে বললো ঃ এটা আল্লাহর পথে (দেয়া হলো)। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ কিয়ামতের দিন এর বিনিময়ে তুমি সাতশ উষ্ট্রী পাবে যাদের গলায় লাগাম দেয়া থাকবে। (মুসলিম)

١٣٣٢- وَعَنْ أَبِيْ حَمَّادٍ وَيُقَالُ أَبُوْ سُعَادٍ وَيُقَالُ أَبُوْ أَسَدٍ، وَيُقَالُ : أَبُوْ عَامِرٍ، وَيُقَالُ أَبُوْ عَمْرٍو، وَيُقَالُ : أَبُوْ الْأَسْوَدِ، وَيُقَالُ : أَبُوْ عَبْسٍ عُقْبَةَ

www.BANGLAKITAB.com

بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِي رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُوْلُ : « وَأَعِدُّوْا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ ، أَلاَ إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمِيُ أَلاَ إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمِيُ ، أَلاَ إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৩৩২. হযরত আবু হাম্মাদ উক্‌বা ইব্‌ন আমির আল জুহানী (রা.) থেকে বর্ণিত। তাঁর কয়েকটি ডাকনাম উল্লেখিত হয়েছে। যেমন, আবু সু'আদ, আবু আসাদ, আবু আমির, আবু আমর, আবুল আসওয়াদ ও আবু আব্‌স। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মিম্বারের ওপর বলতে শুনেছি, আর কাফিরদের মুকাবিলায় নিজেদের শক্তি সামর্থ অনুযায়ী প্রস্তুতি গ্রহণ কর। জেনে রাখ, শক্তি মানে হচ্ছে তীরন্দাজী। জেনে রাখ, শক্তি মানে তীরন্দাজী। জেনে রাখ, শক্তি মানে তীরন্দাজী। (মুসলিম)

١٣٣٣– وَعَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : « سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمْ أَرَضُوْنَ وَيَكْفِيْكُمُ اللّٰهُ ، فَلاَ يَعْجِزْ أَحَدُكُمْ أَنْ يَلْهُوَ بِأَسْهُمِهِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৩৩৩. হযরত আবু হাম্মাদ উক্‌বা ইবন্ আমির আল-জুহানী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ শীঘ্রই বিভিন্ন এলাকা তোমাদের হাতে বিজিত হবে এবং আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করবেন। কাজেই তোমাদের কেউ যেন তীরন্দাজীর খেলা করার ব্যাপারে গড়িমসি না করে। (মুসলিম)

١٣٣٤– وَعَنْهُ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « مَنْ عَلِمَ الرَّمِيَ ثُمَّ تَرَكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا أَوْ فَقَدْ عَصَى » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৩৩৪. হযরত আবু হাম্মাদ ইব্‌ন আমর আল-জুহানী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তিকে তীরন্দাজী শেখানো হয়েছিল তারপর সে তা বাদ দিয়েছে সে আমাদের দলের অন্তর্ভুক্ত নয়। অথবা (তিনি বলেছেন) তারপর সে নাফরমানী করেছে। (মুসলিম)

١٣٣٥– وَعَنْهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : « إِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ بِالسَّهْمِ الْوَاحِدِ ثَلاَثَةَ نَفَرٍ الْجَنَّةَ : صَانِعَهُ يَحْتَسِبُ فِي صَنْعَتِهِ الْخَيْرَ وَالرَّامِيّ بِهِ ، وَمُنْبِلَهُ ، وَارْمُوْا وَارْكَبُوْا ، وَأَنْ تَرْمُوْا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَرْكَبُوْا . وَمَنْ تَرَكَ الرَّمِيَ بَعْدَ مَا عَلِمَهُ رَغْبَةً عَنْهُ ، فَإِنَّهَا نِعْمَةٌ تَرَكَهَا » أَوْ قَالَ : « كَفَرَهَا » . رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

www.BANGLAKITAB.com

১৩৩৫. হযরত আবু হাম্মাদ ইকবা ইবন্ আমির আল জুহানী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহ একটি তীরের বদৌলতে তিন ব্যক্তিকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। একজন হচ্ছে তীর নির্মাতা, যে তার নির্মাণের সময় কল্যাণের উদ্দেশ্য পোষণ করে। দ্বিতীয়জন হচ্ছে, তীরটি নিক্ষেপকারী। আর তৃতীয়জন হচ্ছে, যে তীরন্দাজের হাতে তীর ধরিয়ে দেয়। (হে লোকেরা)! তীলন্দাজী কর ও ঘোড়ার চড়া শেখ! যদি তোমরা তীরন্দাজী শেখ তাহলে আমার কাছে তা ঘোড়ার চড়া শেখার চাইতে বেশী প্রিয়। আর যে ব্যক্তি তীরন্দাজী শেখার পর তার প্রতি অনাগ্রহী হয়ে তা ত্যাগ করে, সে আল্লাহর একটি নিয়ামত ত্যাগ করে। অথবা তিনি (এভাবে) বলেছেন ঃ সে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। (আবু দাউদ)

١٣٣٦- وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى نَفَرٍ يَنْتَضِلُوْنَ فَقَالَ : « ارْمُوْا بَنِيْ إِسْمَاعِيْلَ فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِيًا » رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১৩৩৬. হযরত সালামা ইবনুল আক্ওয়া (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি দলের কাছ দিয়ে গেলেন, তারা নিজেদের মধ্যে তীরন্দাজী করছিল তিনি বললেন ঃ হে বনী ইসমাঈল! তীরন্দাজী কর, কারণ তোমাদের পিতাও (হযরত ইসমাঈল (আ.)) তীরন্দাজ ছিলেন। (বুখারী)

١٣٣٧- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ، ﷺ يَقُوْلُ : « مَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَهُوَ لَهُ عِدْلُ مُحَرَّرَةٍ » رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ ، وَالتِّرْمِذِيُّ.

১৩৩৭. হযরত ইব্ন আবাসা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে একটি তীর নিক্ষেপ করে, তা একটি গোলাম আযাদ করার সমান। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

١٣٣٨- وَعَنْ أَبِيْ يَحْيَى خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كُتِبَ لَهُ سَبْعُمِائَةِ ضِعْفٍ » رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

১৩৩৮. হযরত আবু ইয়াহ্ইয়া খুরাইম ইব্ন ফাতিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে (জিহাদের জন্য) কিছু খরচ করলো তার জন্য তার ৭০০ গুণ লেখা হয়। (তিরমিযী)

www.BANGLAKITAB.com

١٣٣٩– وعَنْ أَبِى سَعِيْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « مَا مِنْ عَبْدٍ يَصُوْمُ يَوْمًا فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ إِلاَّ بَاعَدَ اللّٰهُ بِذَالِكَ الْيَوْمِ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৩৩৯. হযরত আবু সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ এমন কোন বান্দা নেই যে আল্লাহর পথে একদিন রোযা রাখে এবং আল্লাহ সেই দিনের বরকতে তার চেহারাকে জাহান্নাম থেকে সত্তর বছরের দূরত্বে সরিয়ে দেন না। (বুখারী ও মুসলিম)

١٣٤٠– وعَنْ أَبِى أُمَامَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : « مَنْ صَامَ يَوْمًا فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ جَعَلَ اللّٰهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ خَنْدَقًا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ » رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ.

১৩৪০. হযরত আবু উমামা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে (জিহাদে) একদিন রোযা রাখে আল্লাহ্ তার ও জাহান্নামের মধ্যে একটি পরিখা খনন করে দেবেন আর তার দূরত্ব হবে পৃথিবী ও আকাশের মধ্যকার দূরত্বের সমান। (তিরমিযী)

١٣٤١– وعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِغَزْوٍ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنَ النِّفَاقِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৩৪১. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি জিহাদ না করে এবং জিহাদের কোন চিন্তাও তার মনে আসেনি এমন অবস্থায় মারা গেলো, তার মৃত্যু হলো নিফাকের (মুনাফেকী) একটি স্বভাবের ওপর। (মুসলিম)

١٣٤٢– وعَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِى غَزَاةٍ فَقَالَ : « إِنَّ بِالْمَدِيْنَةِ لَرِجَالاً مَا سِرْتُمْ مَسِيْرًا وَلاَ قَطَعْتُمْ وَادِيًا إِلاَّ كَانُوْا مَعَكُمْ ، حَبَسَهُمُ الْمَرَضُ ».

وَفِى رِوَايَةٍ : « حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ ». وَفِى رِوَايَةٍ : « إِلاَّ شَرَكُوْكُمْ فِى الْأَجْرِ » رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ مِنْ رِوَايَةٍ ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ رِوَايَةِ جَابِرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ.

www.BANGLAKITAB.com

১৩৪২. হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একবার এক জিহাদের আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলাম। (সে সময়) তিনি বলেন ঃ মদীনায় এমন কিছু লোক আছে, তোমরা যেখানে সফর কর এবং যে উপত্যকা অতিক্রম কর সর্বত্র তারা তোমাদের সাথে আছে। রোগ তাদেরকে আটকে রেখেছে।

অন্য একটি রিওয়ায়েতে আছে ঃ "ওযর তাদেরকে আটকে রেখেছে"। অপর এক রিওয়ায়েতে বলা হয়েছে ঃ "তবে তারা তোমাদের সাথে সাওয়াবের ক্ষেত্রে শরীক আছে"। ইমাম বুখারী এ হাদীসটিকে হযরত আনাসের রিওয়ায়েত হিসেবে এবং ইমাম মুসলিম এটিকে হযরত জাবিরের রিওয়ায়েত হিসেবে বর্ণনা করেছেন?। আর এখানে উদ্ধৃত হাদীসের শব্দগুলো ইমাম মুসলিমের।

١٣٤٣- وَعَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَغْنَمِ وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُذْكَرَ وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُرَى مَكَانُهُ ؟ وَفِي رِوَايَةٍ : وَيُقَاتِلُ شَجَاعَةً ، وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً. وَفِي رِوَايَةٍ : وَيُقَاتِلُ غَضَبًا فَمَنْ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « مَنْ قَاتَلَ لِتَكُوْنَ كَلِمَةُ اللّٰهِ هِيَ الْعُلْيَا ، فَهُوَ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৩৪৩. হযরত আবু মূসা (রা.) থেকে বর্ণিত। জনৈক গ্রাম্য আরবী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এলেন এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! এক ব্যক্তি গনীমাতের মাল লাভ করার উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করে, আর এক ব্যক্তি যুদ্ধ করে এ উদ্দেশ্যে যে লোকদের মুখে মুখে তার নাম উচ্চারিত হবে, তৃতীয় এক ব্যক্তি লোকদের মধ্যে তার মর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য যুদ্ধ করে, অন্য এক রিওয়ায়েতে বলা হয়েছে ঃ (কেউ) বীরত্বের জন্য যুদ্ধ করে, (কেউ) জাতীয় মর্যাদার জন্য যুদ্ধ করে, তৃতীয় এক রিওয়ায়েতে বলা হয়েছে ঃ (কেউ) যুদ্ধ করে ক্রোধের বশবর্তী হয়ে– এদের মধ্যে কে আল্লাহর পথে জিহাদ করছে? (একথা শুনে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহর কালেমাকে বুলন্দ করার জন্য যুদ্ধ করে একমাত্র তার যুদ্ধই আল্লাহর পথে জিহাদ হিসেবে গণ্য হবে"। (বুখারী ও মুসলিম)

١٣٤٤- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « مَا مِنْ غَازِيَةٍ أَوْ سَرِيَّةٍ تَغْزُوْ فَتَغْنَمُ وَتَسْلَمُ ، إِلاَّ كَانُوْا قَدْ تَعَجَّلُوْا ثُلُثَيْ أُجُوْرِهِمْ ، وَمَا مِنْ غَازِيَةٍ أَوْ سَرِيَّةٍ تُخْفِقُ وَتُصَابُ إِلاَّ تَمَّ أُجُوْرُهُمْ » . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

www.BANGLAKITAB.com

১৩৪৪. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আম্‌র ইবনুল আ'স (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ এমন কোন সেনাদল বা বাহিনী আল্লাহর পথে জিহা করবে না, যারা গনীমাতের মাল লাভ করবে ও নিরপদ থেকে যাবে কিন্তু তারা তাদের প্রতিদানের দুই তৃতীয়াংশ শীঘ্রই লাভ করবে না। আর এমন কোন সেনাদল ও বাহিনী আল্লাহর পথে জিহাদ করবে না, যারা অসফল হবে ও বিপদগ্রস্থ হবে কিন্তু তাদের প্রতিদান (পরকালীন) পুরোপুরি পাবে না (অর্থাৎ তারা আখিরাতে পূর্ণ প্রতিদান লাভ করবে) (মুসলিম)

١٣٤٥– وَعَنْ أَبِى أُمَامَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً قَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰه ائْذَنْ لِى فِى السِّيَاحَةِ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ : « إِنَّ سِيَاحَةَ أُمَّتِى الْجِهَادُ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ » رَوَاهُ أَبُوْا دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ.

১৩৪৫. হযরত আবু উমামা (রা.) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি আরয করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে দেশ সফর করার অনুমতি দিন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাব দিলেন ঃ আমার উম্মতের দেশ পরিভ্রমণ ও পর্যটন মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর পথে জিহাদের অন্তর্ভুক্ত। আবু দাঊদ সহীহ সনদ সহকারে এ হাদীসটি রিওয়ায়েত করেছেন।

١٣٤٦– وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : « قَفْلَةٌ كَغَزْوَةٍ ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

১৩৪৬. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর ইবনুল আস (রা.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "জিহাদ থেকে প্রত্যাবর্তন ও জিহাদের শামিল।" (আবু দাঊদ)

١٣٤٧– وَعَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : لَمَّا قَدِمَ النَّبِىُّ ﷺ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ تَلَقَّاهُ النَّاسُ فَتَلَقَّيْتُهُ مَعَ الصِّبْيَانِ عَلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

১৩৪৭. হযরত সায়িদ ইব্‌ন ইয়াযীদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাবুক যুদ্ধ থেকে ফিরে এলেন, লোকেরা তাঁর সাতে (সাক্ষাৎ করতে বের হলো এবং) সাক্ষাৎ করল। আমিও ছেলেদের সাথে 'সানিয়াতুল ওয়াদা'য় তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন (আবু দাঊদ)

١٣٤٨– وَعَنْ أَبِى أُمَامَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : « مَنْ لَمْ يَغْزُ أَوْ يُجَهِّزْ غَازِيًا أَوْ يَخْلُفْ غَازِيًا فِى أَهْلِهِ بِخَيْرٍ أَصَابَهُ اللّٰهُ بِقَارِعَةٍ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

www.BANGLAKITAB.com

১৩৪৮. হযরত উমামা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি জিহাদ করেনি, কোন গাজীকে জিহাদের সরঞ্জাম ও সংগ্রহ করে দেয়নি এবং কোন গাযীর অনুপস্থিতিতে তার পরিবার পরিজনদের দেখাশুনাও করেনি, আল্লাহ কিয়ামতের পুর্বে তাকে কঠিন বিপদে ফেলে দেবেন। (আবু দাউদ)

١٣٤٩– وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : « جَاهِدُوْا الْمُشْرِكِيْنَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ » رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

১৩৪৯. হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ "তোমাদের ধন, প্রাণ ও মুখের ভাষা দিয়ে মুশরিকদের সাথে জিহাদ কর"। (আবু দাউদ)

١٣٥٠– وَعَنْ أَبِي عَمْرٍو وَيُقَالُ : أَبُوْ حَكِيْمٍ النُّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : شَهِدْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ إِذَا لَمْ يُقَاتِلْ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ أَخَّرَ الْقِتَالَ حَتَّى تَزُوْلَ الشَّمْسُ ، وَتَهِبَّ الرِّيَاحُ ، وَيَنْزِلَ النَّصْرُ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ ، وَالتِّرْمِذِيُّ.

১৩৫০. হযরত আবু আম্‌র অথবা তাঁর নাম আবু হাকীম নু'মান ইব্‌ন মুকাররিন (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি (জিহাদে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে হাযির হলাম। তিনি যখন দিনের প্রথম দিকে যুদ্ধ করতেন না তখন যুদ্ধকে পিছিয়ে দিতেন, এমন কি সূর্য (পশ্চিম গগণে) ঢলে পড়তো এবং বায়ু প্রবাহিত হতে থাকতো আর আল্লাহর সাহায্য আসতো। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

١٣٥١– وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ « لَاتَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ ، وَاسْأَلُوْا اللّٰهَ الْعَافِيَةَ فَإِذَا لَقِيْتُمُوْهُمْ ، فَاصْبِرُوْا » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৩৫১. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ শত্রুর মুকাবিলা করার আকাংক্ষা করো না। আর যখন তোমাদের শত্রুর সাথে মুকাবিলা হয়েই যায় তখন দৃঢ়ভাবে মুকাবিলা করতে থাকে। (মুসলিম)

١٣٥٢– وَعَنْهُ وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : « اَلْحَرْبُ خَدْعَةٌ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৩৫২. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "যুদ্ধ হচ্ছে কৌশল"। (বুখারী ও মুসলিম)

www.BANGLAKITAB.com

بَابُ بَيَانِ جَمَاعَةٍ مِنَ الشُّهَدَاءِ فِىْ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَيُغْسَلُوْنَ وَيُصَلِّى عَلَيْهِمْ بِخِلَافِ الْقَتِيْلِ فِىْ حَرْبِ الْكُفَّارِ

অনুচ্ছেদ ঃ আখিরাতের সাওয়াবের দিক দিয়ে শহীদদের আর একটি দল যাদরকে গোসল দেয়া হবে নামাযও পড়া হবে, তবে এরা কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করে শহীদ হননি।

١٣٥٣- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ : اَلْمَطْعُوْنُ وَالْمَبْطُوْنُ وَالْغَرِيْقُ وَصَاحِبُ الْهَدْمِ ، وَالشَّهِيْدُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৩৫৩. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ শহীদ ৫ প্রকারের। ১. মহামারীতে মরা, ২. কলেরায় মরা, ৩. পানিতে ডুবে মরা, ৪. দেয়াল চাপা পড়ে মরা এবং ৫. আল্লাহর পথে জিহাদ করে মরা। (বুখারী ও মুসলিম)

١٣٥٤- وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « مَا تَعُدُّوْنَ الشُّهَدَاءَ فِيْكُمْ؟ قَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَنْ قُتِلَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ، فَهُوَ شَهِيْدٌ ، قَالَ : « إِنَّ شُهَدَاءَ أُمَّتِىْ إِذًا لَقَلِيْلٌ ! » قَالُوْا : فَمَنْ هُمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ : « مَنْ قُتِلَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ وَمَنْ مَاتَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ ، وَمَنْ مَاتَ فِى الطَّاعُوْنِ فَهُوَ شَهِيْدٌ وَمَنْ مَاتَ فِىْ الْبَطْنِ فَهُوَ شَهِيْدٌ ، وَالْغَرِيْقُ شَهِيْدٌ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৩৫৪. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা নিজেদের মধ্যে কাদেরকে শহীদ বলে গণ্য কর? সাহাবা কিরাম (রা.) জবাব দিলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! যে আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে সেই শহীদ। তিনি জবাব দিলেন ঃ তাহলে তো আমার উম্মতের মধ্যে শহীদদের সংখ্যা হবে সামান্য মাত্র। সাহাবা কিরাম (রা.) আরয করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাহলে তারা কারা? জবাব দিলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে নিহত হলো সে শহীদ, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে স্বাভাবিক মৃত্যু বরণ করলো সে শহীদ, যে ব্যক্তি মহামারীতের মারা গেলো সে শহীদ, যে ব্যক্তি পেটেরপীড়র মারা গেলো সে শহীদ এবং পানিতে ডুবে যার মৃত্যু হলো সেও শহীদ। (বুখারী ও মুসলিম)

www.BANGLAKITAB.com

١٣٥٥- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهِ ، فَهُوَ شَهِيْدٌ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

১৩৫৫. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর ইবনুল আস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি তার অর্থ-সম্পদ রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হয়েছে সে শহীদ"। (বুখারী ও মুসলিম)

١٣٥٦- وَعَنْ أَبِى الْأَعْوَرِ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ أَحَدِ الْعَشَرَةِ الْمَشْهُوْدِ لَهُمْ بِالْجَنَّةِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ، ﷺ يَقُوْلُ : « مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُوْنَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ ، وَمَنْ قُتِلَ دُوْنَ دِيْنِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ ، وَمَنْ قُتِلَ دُوْنَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ » رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ ، وَالتِّرْمِذِىُّ .

১৩৫৬. হযরত আওয়ার সাঈদ ইব্‌ন যায়িদ ইব্‌ন আম্‌র ইব্‌ন নুফাইল (রা.) থেকে বর্ণিত। পৃথিবীতে যে ১০ জনের পক্ষে জান্নাত লাভের সাক্ষ্য প্রদান করা হয় তিনি তাদের অন্যতম। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ "ব্যক্তি নিজের ধন-সম্পদ রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হয় সে শহীদ। যে ব্যক্তি আত্মরক্ষা করতে গিয়ে নিহত সে শহীদ। যে ব্যক্তি নিজের দীনের হিফাযত করতে গিয়ে নিতহ হয়েছে সে শহীদ। আর যে ব্যক্তি নিজের পরিবার পরিজন রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হয় সেও শহীদ।" (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

١٣٥٧- وَعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيْدُ أَخْذَ مَالِى ؟ قَالَ : « فَلَا تُعْطِهِ مَالَكَ » قَالَ : أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلَنِى ؟ قَالَ : « قَاتِلْهُ » قَالَ : أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَنِى ؟ قَالَ : « فَأَنْتَ شَهِيْدٌ » قَالَ : أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُهُ ؟ : قَالَ : « هُوَ فِى النَّارِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

১৩৫৭. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! যদি কোন লোক আমার ধন-সম্পদ ছিনিয়ে নিতে আসে তাহলে সে ব্যাপারে আপনি কি বলেন ? জবাব দিলেন ঃ তোমার ধন-সম্পদ তাকে দিয়ো না। ঐ ব্যক্তি আবার বললো ঃ আপনি কি বলেন, যদি আমার সাথে লড়তে থাকে? জবাব দিলেন ঃ তুমিও তার সাথে লড়। ঐ ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো ঃ যদি সে আমাকে হত্যা করে? জবাব দিলেন ঃ তাহলে তুমি হবে শহীদ। জিজ্ঞেস করলো ঃ আর যদি আমি তাকে হত্যা করি তাহলে সেক্ষেত্রে আপনি কি বলেন ? জবাব দিলেন ঃ তাহলে সে জাহান্নামী। (মুসলিম)

www.BANGLAKITAB.com

بَابُ فَضْلِ الْعِتْقِ

অনুচ্ছেদ ঃ গোলাম ও বাঁদী আযাদ করার ফযীলত।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

فَلاَ اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ؟ وَمَآ أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ (البلد : ١١-١٣)

"সে ব্যক্তি দীনের উপত্যাকার মধ্য দিয়ে বের হলো। আর তুমি কি জান, উপত্যকা কি? কোন ঘাড়কে গোলামী মুক্ত করা। (সূরা বালাদ ঃ ১১)

١٣٥٨- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ « مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُسْلِمَةً أَعْتَقَ اللّٰهُ بِكُلِّ عَضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ حَتَّى فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৩৫৮. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি নিজের মুসলমান গোলামকে আযাদ করে দেবে, আল্লাহ সেই গোলামের প্রতিটি অংগের বিনিময়ে তার মালিকের অংগসমূহকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত করে দিবেন, এমন কি গোলামের লজ্জাস্থানের পরিবর্তে তার মালিকের লজ্জাস্থানকেও। (বুখারী ও মুসলিম)

١٣٥٩- وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : « الْإِيْمَانُ بِاللّٰهِ ، وَالْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ » قَالَ : قُلْتُ : أَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : « أَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا ، وَأَكْثَرُهَا ثَمَنًا » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৩৫৯. হযরত আবু যার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললামঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন কাজটি সবচেয়ে উত্তম? তিনি বললেন ঃ "আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা ও আল্লাহর পথে জিহাদ করা"। আবু যার (রা) বলেন, আমি (আবার) জিজ্ঞেস করলাম ঃ কোন্ গোলাম আযাদ করা সবচেয়ে উত্তম? জবাব দিলেন ঃ যে গোলাম তার মালিকের খুব বেশী প্রিয় এবং যার মূল্যও সবচেয়ে বেশী। (বুখারী ও মুসলিম)

www.BANGLAKITAB.com

بَابُ فَضْلِ الْإِحْسَانِ إِلَى الْمَمْلُوكِ

অনুচ্ছেদ ঃ গোলামের সাথে সদ্ব্যবহার করার ফযীলত।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَاعْبُدُوْا اللّٰهَ وَلاَ تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا وَّبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَّبِذِى الْقُرْبٰى ، وَالْيَتَامٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ (النساء : ٣٦)

"আর আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাঁর সাথে শরীক করো না। আর পিতামাতার সাথে ভালো ব্যবহার কর। আর নিকট আত্মীয়দের সাথে, ইয়াতীমদের সাথে, মিস্‌কীনদের সাথে এবং নিকট প্রতিবেশীর সাথে ও দূরের প্রতিবেশীদের সাথে, আর যারা সহযাত্রী তাদের সাথে এবং পথিকদের সাথে ও তোমাদের মালিকানাধীন যারা আছে তাদের সাথেও ভালো ব্যবহার কর"। (সূরা নিসা ঃ ৩৬)

١٣٦٠- وَعَنِ الْمَعْرُوْرِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا ذَرٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ ، وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ وَعَلَى غُلاَمِهِ مِثْلُهَا فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذٰلِكَ ، فَذَكَرَ أَنَّهُ سَابَّ رَجُلاً عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَعَيَّرَهُ بِأُمِّهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَمَنْ امْرُؤٌ فِيْكَ جَاهِلِيَّةٌ » : هُمْ إِخْوَانُكُمْ ، وَخَوَلُكُمْ جَعَلَهُمُ اللّٰهُ تَحْتَ أَيْدِيْكُمْ فَمَنْ كَانَ أَخُوْهُ تَحْتَ يَدِهِ ، فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلاَ تُكَلِّفُوْهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوْهُمْ فَأَعِيْنُوْهُمْ ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৩৬০. হযরত মারূর ইব্‌ন সুওয়াইদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি আবু যার (রা.) কে দেখলাম তিনি এক জোড়া পোষাক পরে আছেন, আবার তাঁর গোলামটির পোষাকও হুবহু তাঁর মতো। আমি এ ব্যাপারে তাঁকে প্রশ্ন করলাম। জবাবে তিনি বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যামানায় এক ব্যক্তির সাথে আমার তীব্র কথা কাটাকাটি হয়ে গিয়েছিল। আমি মায়ের নাম তুলে তাকে লজ্জা দিয়েছিলাম (কারণ তার মা ছিল ইরানী)। একথা শুনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ "তোমার মধ্যে জাহিলিয়্যাত (মুর্খতা যুগের অভ্যাস) রয়ে গেছে। তারা হচ্ছে তোমাদের ভাই ও তোমাদের খাদিম। মহান আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের অধীনস্থ করে দিয়েছেন। কাজেই তোমাদের যার ভাই তার অধীনে আছে তার তাকে তাই খাওয়ানো উচিত যা সে নিজে খায় এবং তাকে তাই পরানো উচিত যা সে নিজে পরে। সামর্থের বাইরের কাজের বোঝা তাদের ওপর চাপিয়ে দিয়ো না। আর এ ধরণের কাজের বোঝা তাদের ওপর চাপিয়ে দিলে তাদেরকে সাহায্য কর। (বুখারী ও মুসলিম)

www.BANGLAKITAB.com

١٣٦١- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : « إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ فَإِنْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ فَلْيُنَاوِلْهُ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ أَوْ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ ، فَإِنَّهُ وَلِيَ عِلَاجَهُ » رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১৩৬১. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যখন তোমাদের কারোর খাদিম তার জন্য খাবার আনে এবং সে তাকে নিজের সাথে (আহারে) বসানো পছন্দ না করে থাকে, তাহলে (কমপক্ষে) লুক্‌মা বা দু' লুক্‌মা যেন তাকে দেয় অথবা এক গাল বা দু'গাল তাকে খাইয়ে দেয়। কারণ সেই কষ্ট করে তার জন্য তৈরী করে এনেছে। (বুখারী)

بَابُ فَضْلِ الْمَمْلُوكِ الَّذِي يُؤَدِّي حَقَّ اللّٰهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ

অনুচ্ছেদ ঃ যে গোলাম আল্লাহ ও তার মনিবের হক আদায় করে তার ফযীলত।

١٣٦٢- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا نَصَحَ لِسَيِّدِهِ وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ اللّٰهِ فَلَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৩৬২. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ গোলাম যখন তার মালিকের খিদ্‌মত করে সুচারুরূপে এবং আল্লাহর ইবাদাত করে সুষ্ঠুভাবে তখন সে দ্বিগুণ সাওয়াব লাভ করে। (বুখারী ও মুসলিম)

١٣٦٣- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : لِلْعَبْدِ الْمَمْلُوكِ الْمُصْلِحِ أَجْرَانِ وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ لَوْ لَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَالْحَجُّ وَبِرُّ أُمِّي لَأَحْبَبْتُ أَنْ أَمُوتَ وَأَنَا مَمْلُوكٌ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৩৬৩. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "ইবাদাতগুযার ও প্রভুর কল্যাণকামী গোলামের জন্য রয়েছে দ্বিগুণ প্রতিদান।" আর হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, প্রাণ যাঁর হাতে সেই সত্তার কসম, যদি আল্লাহর পথে জিহাদ করা, হজ্জ করা ও মায়ের সেবা করার কাজ না থাকতো তাহলে আমি গোলাম হিসেবে মরা পছন্দ করতাম। (বুখারী ও মুসলিম)

١٣٦٤- وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : « لِلْمَمْلُوكِ الَّذِي يُحْسِنُ عِبَادَةَ رَبِّهِ ، وَيُؤَدِّي إِلَى سَيِّدِهِ الَّذِي عَلَيْهِ مِنَ الْحَقِّ وَالنَّصِيحَةِ وَالطَّاعَةِ أَجْرَانِ » رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

www.BANGLAKITAB.com

১৩৬৪. হযরত আবু মূসা আল আশআরী (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে গোলাম সুচারুরূপে তার রবের ইবাদাত করে ও তার মনীবের তার ওপর যে হক রয়েছে এবং যে কল্যাণকামতা ও আনুগত্য প্রাপ্য রয়েছে তা পুরোপুরি আদায় করে তার জন্য (আল্লাহর কাছে) রয়েছে দু'টি প্রতিদান। (বুখারী)

١٣٦٥- وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « ثَلاَثَةٌ لَهُمْ أَجْرَانِ : رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ ، وَآمَنَ بِمُحَمَّدٍ ، وَالْعَبْدُ الْمَمْلُوْكُ إِذَا أَدَّى حَقَّ اللّٰهِ وَحَقَّ مَوَالِيْهِ وَرَجُلٌ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيْبَهَا وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيْمَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৩৬৫. হযরত আবু আল আশ'আরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তিন ব্যক্তি দ্বিগুণ সাওয়াব পাবে। প্রথম আহলে কিতাবের অন্তর্ভুক্ত এমন ব্যক্তি যে নিজের নবীর প্রতি ঈমান এনেছিল, তারপর আবার মুহাম্মাদের (সাল্লাল্লাম আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ওপর ঈমান এনেছে। দ্বিতীয়, অন্যে মালিকানাধীন গোলাম,যে আল্লাহর হক্ আদায় করে এবং নিজের মালিকের হক্ও আদায় করে। তৃতীয়, যে ব্যক্তির একটি বাঁদী আছে, সে তাকে আদব শিখিয়েছে এবং খুব ভালো করে আদব শিখিয়েছে, তাকে ইসলামী শিক্ষা দান করেছে এবং সুষ্ঠুভাবে শিক্ষা দিয়েছে, তারপর তাকে আযাদ করে দিয়েছে এবং তাকে বিবাহ করেছে। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ فَضْلِ الْعِبَادَةِ فِيْ الْهَرْجِ وَهُوَ الْإِخْتِلاَطُ وَالْفِتَنُ وَنَحْوِهَا

অনুচ্ছেদ ঃ বিপদ-আপদ ও কঠিন পরিস্থিতিতে আল্লাহর ইবাদাত করা

١٣٦٦- عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « أَلْعِبَادَةُ فِيْ الْهَرْجِ كَهِجْرَةٍ إِلَيَّ ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৩৬৬. হযরত মা'কাল ইব্ন ইয়াসার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কঠিন পরিস্থিতিতে ইবাদাত করা আমার দিকে হিজরত করে আসার মত। (মুসলিম)

بَابُ فَضْلِ السَّمَاحَةِ فِيْ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالْأَخْذِ وَالْعَطَاءِ وَحُسْنِ الْقَضَاءِ وَالتَّقَاضِي إِرْجَاحِ الْمِكْيَالِ وَالْمِيْزَانِ وَالنَّهْيِ عَنِ التَّطْفِيْقِ وَفَضْلِ أَنْظَارِ الْمُوْسِرِ الْمُعْسِرَ وَالْوَضْعِ عَنْهُ

অনুচ্ছেদ ঃ কেনাবেচার ও লেনদেনের ব্যাপারে কোমল নীতি অবলম্বন করার ফযীলত আর উত্তমরূপে প্রাপ্য আদায় ও গ্রহণ করা এবং সঠিকভাবে ওজন ও পরিমাপ করা ও তাতে কম না করা, উপরন্ত ধনী-দরিদ্র উভয়কে অবকাশ দেয়া এবং তাদের কাছে প্রাপ্য কম করা।

www.BANGLAKITAB.com

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّٰهَ بِهِ عَلِيْمٌ (البقرة : ٢١٥)

“যে কোন ভালো কাজ তোমরা করবে; আল্লাহ্ তা জানেন।”(সূরা বাকারা ঃ ২১৫)

وَيٰقَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ وَلاَ تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ (هود : ٨٥)

(হযরত শু'আইব আলাইহিস্ সালাম) বলেছেন ঃ) “হে আমার কাওম! তোমার পরিমাপ ও ওজন যথাযথভাবে ও পুরোপুরি কর আর লোকদেরকে তাদের জিনিস পত্র কম দিয়ো না”। (সূরা হূদ ঃ ৮৫)

وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِيْنَ الَّذِيْنَ إِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ وَإِذَا كَالُوْهُمْ أَوْ وَزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ اَلاَ يَظُنُّ أُولٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوْثُوْنَ لِيَوْمٍ عَظِيْمٍ، يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ (المطففين : ١ ، ٦)

“পরিমাপ ও ওজনে যারা কম করে তাদের জন্য ধ্বংস নির্ধারিত, তারা যখনি লোকদের থেকে নিজেদের প্রাপ্য নেয় তখন পুরোপুরি নেয় আর যখন লোকদেরকে পরিমাপ বা ওযন করে দেয় তখন কম করে দেয়। তারা কি বিশ্বাস করে না একটি বড় দিনে তাদেরকে জীবিত করে উঠানো হবে, যেদিন সমগ্র মানবজাতি বিশ্ব জাহানের প্রভুর সামনে দাঁড়াবে?” (সূরা মুতাফ্ফিফীন ঃ ১)

١٣٦٧- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ ﷺ يَتَقَاضَاهُ فَأَغْلَظَ لَهُ فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « دَعُوْهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالاً » ثُمَّ قَالَ : « أَعْطُوْهُ سِنًّا مِثْلَ سِنِّهِ » قَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لاَ نَجِدُ إِلاَّ أَمْثَلَ مِنْ سِنِّهِ ، قَالَ : « أَعْطُوْهُ فَإِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৩৬৭. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়া সাল্লামের নিকট এসে তার ঋণ আদায়ের জন্য তাগাদা দিচ্ছিল। সে রাসূলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে কঠোর ব্যবহার করছিল। সাহাবা কিরাম (রা.) তাকে ভয় দেখাতে চাইলেন। এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ “ওকে ছেড়ে দাও। কারণ পাওনাদারের বলার অধিকার আছে।” তারপর বললেন ঃ “তাকে তার উটের বয়সের সমান উট দাও।” সাহাবাগণ বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! তার উটের চাইতে বয়সে বড়

www.BANGLAKITAB.com

ও তার চেয়ে ভালো উট ছাড়া তার উটের মত উট নেই। জবাব দিলেন ঃ "তাই দিয়ে দাও। কারণ যে ব্যক্তি ভালো ও উত্তম পদ্ধতিতে ঋণ আদায় করে সেই হচ্ছে তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি।" (বুখারী ও মুসলিম)

١٣٦٨– وَعَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « رَحِمَ اللّٰهُ رَجُلاً سَمْحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى » رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ.

১৩৬৮. হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ "আল্লাহ সেই ব্যক্তির প্রতি রহম করেন যে ব্যক্তি বেচা-কেনা ও নিজের হকের তাগাদা করার সময় নরম নীতি অবলম্বন করে"। (বুখারী)

١٣٦٩– وَعَنْ أَبِىْ قَتَادَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : « مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنَجِّيَهُ اللّٰهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُعْسِرٍ أَوْ يَضَعْ عَنْهُ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৩৬৯. হযরত আবু কাতাদা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ "যে ব্যক্তি পছন্দ করে যে, আল্লাহ কিয়ামতের কাঠিণ্য থেকে তাকে সংরক্ষিত রাখবেন তার অভাবীকে সময় সুযোগ দান করা উচিত"। (মুসলিম)

١٣٧٠– وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « كَانَ رَجُلٌ يُدَايِنُ النَّاسَ وَكَانَ يَقُوْلُ لِفَتَاهُ : إِذَا أَتَيْتَ مُعْسِرًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ ، لَعَلَّ اللّٰهَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا فَلَقِىَ اللّٰهَ فَتَجَاوَزَ عَنْهُ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৩৭০. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ এক ব্যক্তি লোকদের সাথে লেনদেন করতো। সে তার লোকদের বলে রেখেছিল যখন তোমরা কোন অভাবীর কাছে থেকে ঋণ আদায় করতে যাবে, তাক মাফ করে দি'য়ে যাবে, হয়তো আল্লাহ (কিয়ামতের দিন) আমাদের মাফ করে দিবেন। কাজেই মৃত্যুর পর যখন সে আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করলো, আল্লাহ তার সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দিলেন। (বুখারী ও মুসলিম)

١٣٧١– وَعَنْ أَبِىْ مَسْعُوْدٍ الْبَدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « حُوْسِبَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مِنَ الْخَيْرِ شَىْءٌ إِلاَّ أَنَّهُ كَانَ يُخَالِطُ النَّاسَ وَكَانَ مُوْسِرًا وَكَانَ يَأْمُرُ غِلْمَانَهُ أَنْ يَتَجَاوَزُوْا عَنِ الْمُعْسِرِ . قَالَ اللّٰهُ ، عَزَّ وَجَلَّ نَحْنُ أَحَقُّ بِذٰلِكَ مِنْهُ تَجَاوَزُوْا عَنْهُ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

www.BANGLAKITAB.com

১৩৭১. হযরত আবু মাসউদ আল-বাদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের একজনের (মৃত্যুর পর তার) হিসাব কিতাব নেয়া হল। তার কোন নেকী পাওয়া গেলো না। কেবল এতটুকু পাওয়া গেলো যে, সে লোকদের সাথে ব্যবসায়িক মেলামেশা রাখতো এবং তার গোলামদেরকে নির্দেশ দিয়ে রেখেছিল, অভাবী ঋণগ্রহীতাদের দেখা পেলে তাদেরকে মাফ করে দেবে। (কাজেই) মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ্ বললেন ঃ আমরা এ ব্যক্তির সাথে এ ধরণের ব্যবহার করার অধিক হক্‌দার। (তাই তিনি ফিরিশতাদেরকে হুকুম দিলেনঃ) এ ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দাও। (মুসলিম)

١٣٧٢– وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ أُتِيَ اللّٰهُ تَعَالَى بِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِهِ آتَاهُ اللّٰهُ مَالاً فَقَالَ لَهُ : مَاذَا عَمِلْتَ فِي الدُّنْيَا ؟ قَالَ : وَلاَيَكْتُمُوْنَ اللّٰهَ حَدِيْثًا قَالَ : يَا رَبِّ آتَيْتَنِيْ مَالَكَ فَكُنْتُ أُبَايِعُ النَّاسَ وَكَانَ مِنْ خُلُقِي الْجَوَازُ فَكُنْتُ أَتَيَسَّرُ عَلَى الْمُوْسِرِ وَأُنْظِرُ الْمُعْسِرَ ، فَقَالَ اللّٰهُ تَعَالَى : « أَنَا أَحَقُّ بِذَا مِنْكَ تَجَاوَزُوْا عَنْ عَبْدِيْ » فَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ ، وَأَبُوْ مَسْعُوْدٍ الْأَنْصَارِيُّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا : هٰكَذَا سَمِعْنَاهُ مِنْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৩৭২. হযরত হুযায়ফা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আল্লাহর এক বান্দাকে যাকে তিনি (দুনিয়ায়) সম্পদ দান করেছিলেন মহান আল্লাহর সামনে হাযির করা হলো। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি দুনিয়ায় কি আমল করেছো? হুযায়ফা (রা) বলেন ঃ আর যেহেতু বান্দা আল্লাহর কাছ থেকে কোন কথা লুকিয়ে রাখতে পারে না তাই সে বললো ঃ হে আমার প্রতিপালক! তুমি নিজের কাছ থেকে আমাকে যে সম্পদ দিয়েছিলে আমি লোকদের সাথে তা লেনদেন করতাম আর লোকদেরকে মাফ করে দেয়া আমার অভ্যাস ছিল। ধনবানের সাথে আমি নরম ব্যবহার করতাম আর অভাবীকে মাফ করে দিতাম। মহান আল্লাহ্ বললেন ঃ আমি তোমার সাথে এ ধরণের ব্যবহার করার বেশী হক্‌দার। (ফিরিশতাদেরকে হুকুম করলেন) আমার এ বান্দাকে ক্ষমা করে দাও?। (এ হাদীসটি শুনে) উক্‌বা ইব্‌ন আমির ও আবু মাসউদ আনসারী (রা.) বলেন ঃ আমরাও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ থেকে এমনটি শুনেছি। (মুসলিম)

١٣٧٣– وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ « مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ لَهُ أَظَلَّهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

www.BANGLAKITAB.com

১৩৭৩. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি অভাবীকে সময়-সুযোগ দিয়েছে অথবা তার জন্য কিছু কম করে দিয়েছে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাকে নিজের আশের নিচে ছায়া দান করবেন, যেদিন তাঁর ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না। (তিরমিযী)

١٣٧٤- وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اشْتَرَى مِنْهُ بَعِيرًا ، فَوَزَنَ لَهُ فَأَرْجَحَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৩৭৪. হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কাছ থেকে একটি উট কিনেছিলেন এবং তার মূল্য দিয়েছিলেন ওজন করে, কাজেই মূল্য বেশীই দিয়েছিলেন। (বুখারী ও মুসলিম)

١٣٧٥- وَعَنْ أَبِي صَفْوَانَ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : جَلَبْتُ أَنَا وَمَخْرَمَةُ الْعَبْدِيُّ بَزًّا مِنْ هَجَرَ فَجَاءَنَا النَّبِيُّ ﷺ فَسَاوَمَنَا بِسَرَاوِيلَ وَعِنْدِي وَزَّانٌ يَزِنُ بِالْأَجْرِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِلْوَزَّانِ : « زِنْ وَأَرْجِحْ » رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ، وَالتِّرْمِذِيُّ.

১৩৭৫. হযরত আবু সাফওয়ান সুওয়াইদ ইব্ন কায়িস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমিও মাখরামা (রা.) আরবী হাজার নামক স্থান থেকে কাপড় বিক্রি করার জন্য কিনে নিয়ে এলাম। (এ খবর শুনে) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের কাছে এলেন। তিনি আমাদের সাথে একটি পায়জামার সওদা করলেন। আমাদের কাছে ছিল একজন ওজনদার, সে (সোনা রূপা) ওজন করতো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওযনদারকে বললেন ঃ "লও, ওযন কর এবং (মূল্য) না হয় একটু বেশীই ধর।" (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

www.BANGLAKITAB.com

كِتَابُ الْعِلْمِ

অধ্যায় ঃ ইল্‌ম-জ্ঞান

بَابُ فَضْلِ الْعِلْمِ

অনুচ্ছেদ ঃ ইল্‌ম-জ্ঞানের মর্যাদা।

মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন ঃ

وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا (طه : ١١٤)

"এবং বল, হে আমার প্রভু! আমার জ্ঞান বাড়িয়ে দাও।" – (সূরা তো-হা ঃ ১১৪)

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لاَ يَعْلَمُوْنَ (الزمر : ٩)

"বল, যারা জানে আর যারা জানে না তারা কি সমান?" (সূরা যুমার ঃ ৯)

يَرْفَعُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ آمَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ أُوْتُوْا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ (المجادلة : ١١)

"তোমাদের মধ্য থেকে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন।"(সূরা মুজাদিলা ঃ ১১)

إِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ (فاطر : ٢٨)

"আল্লাহকে একমাত্র তারাই ভয় করে যারা জ্ঞান রাখে।" (সূরা ফাতির ঃ ২৮)

١٣٧٦– وَعَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « مَنْ يُرِدِ اللّٰهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৩৭৬. হযরত মু'আবিয়া (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "মহান আল্লাহ যার কল্যাণ চান তাকে দীনের সূক্ষ্মজ্ঞান দান করেন"। (বুখারী ও মুসলিম)

١٣٧٧– وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « لاَ حَسَدَ إِلاَّ فِيْ اثْنَتَيْنِ : رَجُلٌ آتَاهُ اللّٰهُ مَالاً فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللّٰهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৩৭৭. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ দুই ব্যক্তি ছাড়া আর কারোর ওপর ঈর্ষা করার

www.BANGLAKITAB.com

অধিকার নেই। এক ব্যক্তি হচ্ছে ঃ যাকে আল্লাহ ধন-সম্পদ দিয়েছেন, তারপর তাকে ঐ ধন-সম্পদ আল্লাহর পথে খরচ করার তাওফীক দান করেছেন। আর দ্বিতীয় ব্যক্তি হচ্ছে ঃ যাকে আল্লাহ (দীনের) জ্ঞান দান করেছেন, সে সেই অনুযায়ী ফায়সালা করে এবং লোকদেরকে তা শেখায়। (বুখারী ও মুসলিম)

١٣٧٨- وَعَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : « مَثَلُ مَا بَعَثَنِيَ اللّٰهُ بِهِ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَصَابَ أَرْضًا ، فَكَانَتْ مِنْهُ طَائِفَةٌ طَيِّبَةٌ قَبِلَتِ الْمَاءَ فَأَنْبَتَتِ الْكَلَأَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيْرَ وَكَانَ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكَتِ الْمَاءَ ، فَنَفَعَ اللّٰهُ بِهَا النَّاسَ فَشَرِبُوْا مِنْهَا وَسَقَوْا وَزَرَعُوْا وَأَصَابَ طَائِفَةً مِنْهَا أُخْرَى إِنَّمَا هِيَ قِيْعَانٌ لَا تُمْسِكُ مَاءً وَلَا تُنْبِتُ كَلَأً ، فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهَ فِي دِيْنِ اللّٰهِ ، وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِيَ اللّٰهُ بِهِ ، فَعَلِمَ وَعَلَّمَ وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَالِكَ رَأْسًا وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللّٰهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

১৩৭৮. হযরত আবু মূসা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ আমাকে যে ইল্‌ম ও হিদায়াত দান করে পাঠিয়েছেন তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে একটি বারিধারার মতো যা একটি যমীনের ওপর বর্ষিত হয়েছে, তার কিছু অংশ ভালো, ফলে তা পানিকে গ্রহণ করে নিয়েছে। সেখানে বিপুল পরিমাণ গাছ ও ঘাস উৎপাদন করেছে। এর একটি অংশ ছিল নীচু। সেখানে সে পানি আটকে নিয়েছে। আর এ থেকে আল্লাহ লোকদেরকে উপকৃত করেছেন। তা থেকে তারা পান করেছে এবং পানি সেচ করে কৃষিও করেছে। আবার এই বারিধারা এমন এক অংশে পৌঁছেছে যেটি ছিল অনুর্বর সমতল ময়দান। সেখানে সে পানি ধরে রাখতে পারেনি এবং তার ঘাস উৎপাদন করার ক্ষমতাও নেই। কাজেই এটি হচ্ছে এমন এক ব্যক্তির দৃষ্টান্ত যে আল্লাহর দীনের সূক্ষ্মজ্ঞান লাভ করেছে এবং আল্লাহ আমাকে যে জ্ঞান দিয়ে পাঠিয়েছেন তা থেকে সে লাভবান হয়েছে, কাজেই সে তা শিখেছে এবং অন্যকে শিখিয়েছে। আবার একটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে এমন এক ব্যক্তির যে এই জ্ঞানের দিকে দৃষ্টি দেয়নি এবং আল্লাহ আমাকে যে হিদায়াত দিয়ে পাঠিয়েছেন তা গ্রহণ করেনি। (বুখারী ও মুসলিম)

١٣٧٩- وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِعَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : « فَوَاللّٰهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللّٰهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

১৩৭৯. হযরত সাহ্‌ল ইব্‌ন সা'দ (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলী (রা.)-কে বলেন ঃ আল্লাহর কসম! তোমার মাধ্যমে আল্লাহ্ যদি একজন লোককেও

www.BANGLAKITAB.com

হিদায়াত দান করেন তাহলে তা তোমার জন্য লাল উটগুলো থেকেও অনেক ভালো। (বুখারী ও মুসলিম)

١٣٨٠- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : « بَلِّغُوْا عَنِّي وَلَوْ آيَةً ، وَحَدِّثُوْا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلاَ حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ » رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১৩৮০. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আম্র ইবনুল আস্ (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমার কাছ থেকে একটি বাক্য পেলেও তা লোকদের কাছে পৌঁছিয়ে দাও। আর বনী ইসরাইলদের থেকে ঘটনাবলী উদ্ধৃত কর, এত কোন ক্ষতি নেই। আর যে ব্যক্তি জেনে বুঝে আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে সে যেন জাহান্নামে তার আবাস বানিয়ে নেয়। (বুখারী)

١٣٨١- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « وَمَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَلْتَمِسُ فِيْهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللّٰهُ لَهُ بِهِ طَرِيْقًا إِلَى الْجَنَّةِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৩৮১. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি ইল্ম হাসিল করার জন্য কোন পথে চলে (এর বিনিময়ে) মহান আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে যাবার পথ সহজ করে দেন"। (মুসলিম)

١٣٨٢- وَعَنْهُ أَيْضًا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ « مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُوْرِ مَنْ تَبِعَهُ لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُوْرِهِمْ شَيْئًا » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৩৮২. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি হিদায়াতের দিকে আহবান করে সে ব্যক্তি (তার আহ্বানের ফলে) যারা হিদায়াতের পথে চলে তাদের সমান প্রতিদান পায়। এক্ষেত্রে হিদায়াতের পথ অবলম্বনকারীদের সাওয়াবে কোন কমতি করা হয় না। (মুসলিম)

١٣٨٣- وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ « إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْ لَهُ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

www.BANGLAKITAB.com

১৩৮৩. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "মানুষ যখন মারা যায়, তার সমস্ত আমল বন্ধ হয়ে যায়। তিনটি আমলের সাওয়াব জারী থাকে ঃ সাদাকায়ে জারীয়া, এমন ইল্‌ম যা থেকে লাভবান হওয়া যায় এবং সুসন্তান যে তার জন্য দু'আ করে"। (মুসলিম)

١٣٨٤– وعنه قال سمعت رسول الله ﷺ يقول : « الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه وعالما أو متعلما » رواه الترمذي.

১৩৮৪. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে আরো বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ দুনিয়া অভিশপ্ত এবং দুনিয়ার মধ্যে যে সব বস্তু আছে সেগুলোও অভিশপ্ত। তবে অভিশপ্ত নয় কেবল আল্লাহর যিক্‌র ও তাঁর আনুগত্য এবং আলিম ও ইল্‌ম হাসিলকারী। (তিরমিযী)

١٣٨٥– وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ : « من خرج في طلب العلم كان في سبيل الله حتى يرجع » رواه الترمذي.

১৩৮৫. হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি ইল্‌ম হাসিল (জ্ঞান আহরণ) করার উদ্দেশ্যে বের হয় সে ফিরে না আসা পর্যন্ত আল্লাহর পথে (জিহাদের মধ্যে) অবস্থান করে"। (তিরমিযী)

١٣٨٦– وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ قال : « لن يشبع مؤمن من خير حتى يكون منتهاه الجنة » رواه الترمذي.

১৩৮৬. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "কল্যাণ (দীনের ইল্‌ম) কখনো মু'মিনকে পরিতৃপ্ত করতে পারে না, অবশেষে জান্নাতে এর পরিসমাপ্তি ঘটবে"। (তিরমিযী)

١٣٨٧– وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : « فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم » ثم قال رسول الله ﷺ : « إن الله وملائكته وأهل السموات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلمي الناس الخير » رواه الترمذي.

www.BANGLAKITAB.com

১৩৮৭. হযরত আবু উমামা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আবিদের (ইবাদত গুযার) ওপর আলিমের (জ্ঞানীর) শ্রেষ্ঠত্ব ঠিক তেমনি পর্যায়ের যেমন তোমাদের একজন সাধারণ মুসলমানের উপর আমার শ্রেষ্ঠত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ অবশ্য যারা লোকদেরকে দীনের ইল্‌ম শেখায় আল্লাহ, তাঁর ফিরিশ্‌তাগণ এবং পৃথিবী ও আকাশের অধিবাসীবৃন্দ এমন কি গর্তে অবস্থানকারী পিপড়া ও মাছেরা পর্যন্তও তাদের জন্য দু'আ করে। (তিরমিযী)

١٣٨٨- وَعَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَبْتَغِىْ فِيْهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللّٰهُ لَهُ طَرِيْقًا إِلَى الْجَنَّةِ. وَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًى بِمَا يَصْنَعُ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِى السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِى الْأَرْضِ حَتَّى الْحِيْتَانُ فِى الْمَاءِ ، وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوْا دِيْنَارًا وَلاَ دِرْهَمًا وَإِنَّمَا وَرَّثُوْا الْعِلْمَ ، فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِىُّ.

১৩৮৮. হযরত আবু দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি ইল্‌ম হাসিল করার জন্য পথ অতিক্রম করে আল্লাহ তার জান্নাতে যাবার পথ সহজ করে দেন। আর ফিরিশ্‌তারা তালেবে ইল্‌মদের (ইল্‌ম অর্জনরত ছাত্র) জন্য নিজেদের ডানা বিছিয়ে দেয়। আর আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে যা কিছু আছে এমন কি পানির মাছও আলিমের মাগফিরাতের জন্য দু'আ করে। আর আবিদের (ইবাদত গুযার) ওপর আলিমের শ্রেষ্ঠত্ব হচ্ছে সমগ্র তারকা মণ্ডলীর ওপর চাঁদের শ্রেষ্ঠত্বের মতো। অবশ্য আলিমগণ হচ্ছেন নবীদের উত্তরাধিকারী। আর নবীগণ তাঁদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি হিসেবে দিরহাম ও দীনার রেখে যাননি। তবে তাঁদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি হিসেবে ইল্‌ম (জ্ঞান) রেখে গেছেন। কাজেই যে ব্যক্তি তা আহরণ করেছে সে বিপুল অংশ লাভ করেছে। (আবূ দাঊদ ও তিরমিযী)

١٣٨٩- وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : « نَضَّرَ اللّٰهُ امْرَءًا سَمِعَ مِنَّا شَيْئًا فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَهُ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنَ السَّامِعِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ.

১৩৮৯. হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহ সেই ব্যক্তিকে যেন তরতাজা করে দেন, যে আমাদের কাছ থেকে কোন কথা শুনলো, তারপর সেটা পৌঁছিয়ে দিল অন্যের কাছে

www.BANGLAKITAB.com

যেমনটি শুনেছিল ঠিক তেমনটি। আর খুব কম লোকই এমন হয় যাদেরকে (হাদীস) পৌঁছানো হয় এবং তারা তার অধিক সংরক্ষণকারী হয় শ্রোতার তুলনায়। (তিরমিযী)

١٣٩٠– وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ أُلْجِمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ » رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ.

১৩৯০. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তিকে দীনের কোন ইল্ম (ইসলামের জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয় এবং সে (জানা সত্ত্বেও) তা গোপন রাখে তাকে কিয়ামতের দিন আগুনের লাগাম পরানো হবে। (আবূ দাউদ ও তিরমিযী)

١٣٩١– وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ « مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغٰى بِهِ وَجْهُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيْبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » يَعْنِي : رِيْحَهَا ، رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

১৩৯১. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "যে ইল্‌মের সাহায্যে মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা যায় সেই ইল্ম যে ব্যক্তি কেবলমাত্র দুনিয়ার কোন স্বার্থোদ্ধারের উদ্দেশ্যে অর্জন করে, সে কিয়ামতের দিন জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না"। (আবূ দাউদ)

١٣٩٢– وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : « إِنَّ اللّٰهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ النَّاسِ وَلٰكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتّٰى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا ، اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوْسًا جُهَّالًا ، فَسُئِلُوْا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوْا وَأَضَلُّوْا » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৩৯২. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আম্‌র ইবনুল আস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহ ইল্ম (দীনী জ্ঞান) এমনভাবে উঠিয়ে নেবেন না যাতে লোকদের থেকে তাকে ছিনিয়ে নেয়া হয় বরং উলামায়ে কিরামের ইন্তিকালের মাধ্যমে তিনি ইল্মকে উঠিয়ে নিবেন। এমনকি শেষে একজন আলিমও বেঁচে থাকবেন না। তখন লোকেরা জাহিলদেরকে নিজেদের ইমাম-নেতা বানিয়ে নেবে। তাদের কাছে মাসয়ালা-মাসাইল জিজ্ঞেস করা হবে এবং তারা ইল্ম ছাড়াই ফাত্‌ওয়া (ফায়সালা) দিয়ে দিবে। এভাবে তারা নিজেরা গুমরাহ হবে এবং লোকদেরকেও গুমরাহ করবে। (বুখারী ও মুসলিম)

www.BANGLAKITAB.com

كِتَابُ حَمْدِ اللهِ تَعَالَى وَشُكْرِهِ

অধ্যায় ঃ মহান আল্লাহর প্রশংসা ও তাঁর প্রতি শুক্‌রিয়া জ্ঞাপন

بَابُ فَضْلِ الْحَمْدِ وَالشُّكْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ হাম্‌দ ও শুক্‌রের ফযীলত।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

فَاذْكُرُوْنِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْا لِيْ وَلَا تَكْفُرُوْنَ (البقرة : ١٥٢)

"অতঃপর তোমরা আমাকে স্মরণ কর আমি তোমাদেরকে স্মরণ রাখবো। আর তোমরা আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর এবং আমার নিয়ামতের না-শোক্‌রী কর না।" (সূরা বাকারা ঃ ১৫২)

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيْدَنَّكُمْ (إبراهيم : ٧)

"যদি তোমরা আমার শোক্‌র কর তাহলে আমি তোমাদেরকে আরো বেশী দেবো।" (সূরা ইব্‌রাহীম ঃ ৭)

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ (الإسراء : ١١١)

"আর বলে দাও (হে মুহাম্মাদ!) সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য।" (সূরা বনী ইস্‌রাঈল ঃ ১১১)

وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ (يونس : ١٠)

"জান্নাতে প্রবেশ করার পর সে সময়ের কথার মধ্যে সর্বশেষ কথা হবে ঃ সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য।" (সূরা ইউনুস ঃ ১০)

١٣٩٣– وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ أُتِيَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ بِقَدَحَيْنِ مِنْ خَمْرٍ وَلَبَنٍ فَنَظَرَ إِلَيْهِمَا فَأَخَذَ اللَّبَنَ فَقَالَ جِبْرِيْلُ ﷺ : «اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ هَدَاكَ لِلْفِطْرَةِ لَوْ أَخَذْتَ الْخَمْرَ غَوَتْ أُمَّتُكَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

www.BANGLAKITAB.com

১৩৯৩. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। যে রাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মি'রাজ হয় সে রাতে তাঁর কাছে দু'টি পেয়ালা আনা হলো। তার একটিতে মদ ও অন্যটিতে ছিল দুধ। তিনি পেয়ালা দু'টি দেখলেন এবং দুধের পেয়ালাটি তুলে নিলেন। হযরত জিব্‌রাঈল (আ.) বললেন ঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি আপনাকে ফিত্‌রাত তথা প্রকৃতিগত পথে (ইসলাম) পরিচালিত করেছেন। যদি আপনি মদের পেয়ালাটি নিতেন তাহলে আপনার উম্মত গুমরাহ হয়ে যেতো। (মুসলিম)

١٣٩٤- وَعَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « كُلُّ أَمْرٍ ذِى بَالٍ لاَ يُبْدَأُ فِيْهِ : الْحَمْدُ لِلّٰهِ فَهُوَ أَقْطَعُ » حَدِيْثٌ حَسَنٌ ، رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَغَيْرُهُ.

১৩৯৪. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "প্রত্যেকটি কাজই হচ্ছে বিরাট আর তা আল্লাহর প্রশংসা সহকারে শুরু না করলে অসম্পূর্ণ থেকে যায়"। এটি একটি হাসান হাদীস। ইমাম আবু দাউদ এবং আরো অনেকে এটি বর্ণনা করেছেন।

١٣٩٥- وَعَنْ أَبِىْ مُوْسَى الْأَشْعَرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى لِمَلاَئِكَتِهِ : قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِىْ ؟ فَيَقُوْلُوْنَ : نَعَمْ ، فَيَقُوْلُ : قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فُؤَادِهِ ؟ فَيَقُوْلُوْنَ : نَعَمْ ، فَيَقُوْلُ : مَاذَا قَالَ عَبْدِىْ ؟ فَيَقُوْلُ : حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَعَ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالَى : ابْنُوْا لِعَبْدِىْ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ ، وَسَمُّوْهُ بَيْتَ الْحَمْدِ » رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ.

১৩৯৫. হযরত আবু মূসা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ যখন কোন বান্দার পুত্রের ইন্তিকাল হয়, মহান আল্লাহ তাঁর ফিরিশ্‌তাদেরকে বলেন ঃ তোমরা আমার বান্দার পুত্রের জান কবয করে নিলে ? ফিরিশ্‌তারা জবাব দেন, হ্যাঁ। মহান আল্লাহ বলেন ঃ তোমরা তার কলিজার টুক্‌রাকে কেড়ে নিলে ? ফিরিশ্‌তারা জবাব দেন ঃ হ্যাঁ। মহান আল্লাহ বলেন ঃ এতে আমার বান্দা কি বললো ? ফিরিশ্‌তারা জবাব দেন ঃ আপনার প্রশংসা করলো এবং 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' পড়লো। একথা শুনে মহান আল্লাহ বলেন ঃ আমার বান্দার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরী কর এবং তার নাম দাও 'বাইতুল হাম্‌দ' (প্রশংসার ঘর।) (তিরমিযী)

١٣٩٦- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « إِنَّ اللّٰهَ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ يَأْكُلُ الْأَكْلَةَ فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا وَيَشْرَبُ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৩৯৬. হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "আল্লাহ তাঁর সেই বান্দার প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন যে খাবার খাওয়ার সময় আল্লাহর প্রশংসা করে এবং পানীয় পান করার সময়ও তাঁর প্রশংসা করে"। (মুসলিম)

www.BANGLAKITAB.com

كِتَابُ الصَّلَاةِ عَلَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ

অধ্যায় ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর দরূদ ও সালাম

بَابُ فَضْلِ الصَّلَاةِ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

অনুচ্ছেদ ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর দরূদ পড়ার ফযীলত।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

إِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ ، يَايُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا (الأحزاب : ٥٦)

"অবশ্য আল্লাহ্ নবীর ওপর রহমত পাঠান ও তাঁর ফিরিশ্‌তারা নবীর ওপর দরূদ পড়েন। হে ঈমানদারগণ! তোমরাও তাঁর ওপর দরূদ পড় এবং তাঁর প্রতি যথাযথভাবে সালাম পাঠাও।" (সূরা আহযাব ঃ ৫৬)

١٣٩٧– وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : « مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৩৯৭. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আম্‌র ইবনুল আস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ "যে ব্যক্তি আমার ওপর একবার দরূদ পড়ে আল্লাহ্ এর বিনিময়ে তার ওপর দশবার রহমত নাযিল করেন"। (মুসলিম)

١٣٩٨– وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « أَوْلَى النَّاسِ بِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلَاةً ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

১৩৯৮. হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাস্‌উদ (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তি আমার সবচেয়ে নিকটবর্তী হবে যে আমার উপর সবচেয়ে বেশী দরূদ পড়ে"। (তিরমিযী)

www.BANGLAKITAB.com

١٣٩٩- وَعَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ «إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَأَكْثِرُوْا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيْهِ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوْضَةٌ عَلَيَّ » فَقَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلَاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرَمْتَ ؟! قَالَ : يَقُوْلُ : بَلِيْتَ ، قَالَ : « إِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

১৩৯৯. হযরত আওস ইব্ন আওস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ তোমাদের দিনগুলোর মধ্যে শ্রেষ্ঠতম দিনটি হচ্ছে জুমু'আর দিন। কাজেই ঐদিন আমার ওপর বেশী করে দরূদ পড়। কারণ তোমাদের দরূদগুলো আমার কাছে পেশ করা হয়। সাহাবা কিরাম (রা.) আরয করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমাদের দরূদ কিভাবে আপনার কাছে পেশ করা হবে, আপনি তো তখন যমীনের সাথে মিশে গিয়ে আরাম করতে থাকবেন ? তিনি বললেন ঃ "নিশ্চিত নবীগণের দেহকে আল্লাহ যমীনের জন্য হারাম করে দিয়েছেন"। (আবূ দাঊদ)

١٤٠٠- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ » رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

১৪০০. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "সেই ব্যক্তির নাসিকা ধূলি লুণ্ঠিত হোক, যার সামনে আমার নাম উচ্চারিত হয়েছে আর সে আমার ওপর দরূদ পড়েনি"। (তিরমিযী)

١٤٠١- وَعَنْهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « لَا تَجْعَلُوْا قَبْرِيْ عِيْدًا وَصَلُّوْا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِيْ حَيْثُ كُنْتُمْ » رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

১৪০১. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমার কবরকে ঈদ অর্থাৎ আনন্দোৎসবের স্থানে পরিণত করো না। বরং আমার উপর দরূদ পড়ো। কারণ তোমরা যেখানেই থাক না কেন তোমাদের সালাম ও দরূদ গুলি আমার কাছে পৌঁছে যায়। (আবু দাউদ)

١٤٠٢- وَعَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلَّا رَدَّ اللّٰهُ عَلَيَّ رُوْحِيْ حَتّٰى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ » رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

১৪০২. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ "তোমাদের যে কেউ আমার উপর সালাম পড়ে, মহান আল্লাহ তখনই আমার রূহ আমাকে ফেরত দেন এবং আমি তার সালামের জবাব দেই"। (আবূ দাঊদ)

www.BANGLAKITAB.com

١٤٠٣- وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « الْبَخِيْلُ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ ، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

১৪০৩ হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তির সামনে আমার নাম আলোচিত হয়েছে সে আমার উপর দরূদ পড়েনি সেই হচ্ছে বখীল-কৃপণ"। (তিরমিযী)

١٤٠٤- وَعَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَجُلاً يَدْعُوْ فِيْ صَلَاتِهِ لَمْ يُمَجِّدِ اللّٰهَ تَعَالَى ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « عَجِلَ هٰذَا » ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ : « إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيْدِ رَبِّهِ سُبْحَانَهُ ، وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ ، ثُمَّ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ يَدْعُوْ بَعْدُ بِمَا شَاءَ ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ.

১৪০৪. হযরত ফাদালা ইব্ন উবাইদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক ব্যক্তিকে নামাযে দু'আ করতে শুনলেন। কিন্তু সে দু'আয় মহান আল্লাহর হাম্‌দ (প্রশংসা) করলো না এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর দরূদও পড়লো না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ এই ব্যক্তি তাড়াহুড়া করেছে। তারপর তাকে ডাকলেন এবং তাকে বললেন বা অন্য কাউকে বললেন ঃ "যখন তোমাদের কেউ নামায পড়ে, তার পাক-পবিত্র প্রভুর হাম্‌দ ও সানা দিয়েই তার শুরু করা উচিত, এরপর নবীর (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উপর দরূদ পড়া উচিত, এরপর নিজের ইচ্ছা মতো দু'আ চাওয়া উচিত"। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

١٤٠٥- وَعَنْ أَبِيْ مُحَمَّدٍ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ فَقُلْنَا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، قَدْ عَلِمْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ ، فَكَيْفَ نُصَلِّيْ عَلَيْكَ ؟ قَالَ : « قُوْلُوْا : اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى اٰلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى اٰلِ إِبْرَاهِيْمَ ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ ، اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى اٰلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى اٰلِ إِبْرَاهِيْمَ ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৪০৫. হযরত আবু মুহাম্মাদ কা'ব ইব্ন উজরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন আমাদের কাছে এলেন। আমরা তাঁকে বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার উপর সালাম কিভাবে পাঠাতে হয় তা তো আমরা জানি। কিন্তু আপনার উপর দরূদ কিভাবে পড়তে হবে ? তিনি বললেন ঃ "বলো ঃ আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা মুহাম্মদিন

www.BANGLAKITAB.com

ওয়া আলা আ-লি মুহাম্মাদিন কামা সাল্লাইতা আলা আ-লি ইব্‌রাহিমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। আল্লাহুম্মা বা-রিক আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আ-লি মুহাম্মাদিন কামা বা-রাকতা আলা আ-লি ইবররা-হীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ"। "হে আল্লাহ্! রহম করুন মুহাম্মাদের উপর এবং মুহাম্মাদের পরিবার বর্গের উপর নিঃসন্দেহে আপনি প্রশংসিত ও সম্মানিত। হে আল্লাহ্! বরকত দান করুন মুহাম্মাদের উপর ও মুহাম্মাদের পরিবার বর্গের উপর যেমন আপনি বরকত দান করেছিলেন ইব্‌রাহীমের পরিবার বর্গের উপর, নিঃসন্দেহে আপনি প্রশংশিত ও সম্মানিত"। (বুখারী ও মুসলিম)

١٤٠٦– وَعَنْ أَبِي مَسْعُوْدٍ الْبَدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : أَتَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَنَحْنُ فِي مَجْلِسِ سَعْدِ بْنِي عُبَادَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَ لَهُ بَشِيْرُ اَبْنُ سَعْدٍ : أَمَرَنَا اللّٰهُ تَعَالَى أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ ؟ فَسَكَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ، ﷺ ، حَتَّى تَمَنَّيْنَا أَنَّهُ لَمْ يَسْأَلْهُ ، ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قُوْلُوْا : اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ وَالسَّلَامُ كَمَا قَدْ عَلِمْتُمْ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৪০৬. হযরত আবূ মাসউদ আল-বাদ্‌রী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের কাছে এলেন। আমরা তখন সা'দ ইব্‌ন উবাদার মজলিসে ছিলাম। বাশীর ইব্‌ন সা'দ (রা.) তাঁকে বললেন ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আল্লাহ আমাদের আপনার উপর সালাত পড়তে বলেছেন কিন্তু আমরা কিভাবে আপনার উপর সালাত পড়বো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চুপ করে রইলেন, এমন কি আমরা কামনা করতে থাকলাম, হায়, বাশীর ইব্‌ন সা'দ (রা.) যদি এ প্রশ্নটি না করতেন! তারপর (কিছুক্ষণ নরীব থাকার পর) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ বলো ঃ "আল্লাহুম্মা সাল্লে' আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আ-লি মুহাম্মাদ কামা সাল্লাইতা আলা আ-লি ইব্‌রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ ..." –"হে আল্লাহ! রহমত নাযিল করুন মুহাম্মাদের ওপর ও মুহাম্মাদের পরিবারবর্গের উপর যেমন আপনি রহমত বর্ষণ করেছিলেন ইব্‌রাহীমের পরিবার বর্গের উপর। আর বরকত নাযিল করুন মুহাম্মাদের ওপর ও মুহাম্মাদের পরিবার বর্গের ওপর যেমন আপনি বরকত নাযিল করেছিলেন ইব্‌রাহীমের পরিবার বর্গের ওপর। নিঃসন্দেহে আপনি প্রশংশিত ও সম্মানিত"। আর সালাম ঠিক তেমনিভাবে পাঠাও যেমনটি তোমরা জেনেছো। (মুসলিম)

١٤٠٧– وَعَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ ؟ قَالَ : « قُوْلُوْا : أَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ ،

www.BANGLAKITAB.com

وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৪০৭. হযরত আবু হুমাইদ আস সাঈদী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাহাবা কিরাম (রা.) বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা কেমন করে আপনার ওপর দরুদ পড়বো ? জবাবে তিনি বললেন ঃ তোমরা বলো ঃ "আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আয্ওয়াজিহি ওয়া যুর্‌রিই'য়াতিহি কামা সাল্লাইতা আলা ইব্‌রাহীম। ওয়া বা-রিক আলাা মুহামম্মাদ ওয়া আলা আযওয়াজিহি ওয়া যুর্‌রিইয়াতিহি কামা বা-রাঁকতা আলা ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ –হে আল্লাহ্, রহমত বর্ষণ করুন মুহাম্মাদের ওপর এবং তাঁর স্ত্রীদের ও সন্তানদের ওপর যেমন আপনি রহমত বর্ষণ করেছিলে ইব্‌রাহীমের ওপর। আর বরকত নাযিল করুন মুহাম্মাদের ওপর এবং তাঁর স্ত্রীদের ও সন্তানদের ওপর যেমন আপনি বরকত নাযিল করেছিলে ইব্‌রাহীমের ওপর। নিসন্দেহে আপনি প্রশংসিত ও সম্মানিত"। (বুখারী ও মুসলিম)

www.BANGLAKITAB.com

كِتَابُ الْأَذْكَارِ

অধ্যায় ৪ যিক্‌র আয্‌কার

بَابُ فَضْلِ الذِّكْرِ وَالْحَثُّ عَلَيْهِ

অনুচ্ছেদ ৪ যিক্‌রের ফযীলত ও এ ব্যাপারে উৎসাহিত করা।

وَلَذِكْرُ اللّٰهِ أَكْبَرُ (العنكبوت ٤٥)

"আর আল্লাহর যিক্‌র অনেক বড়" - (সূরা আনকাবূত ৪ ৪৫)।

فَاذْكُرُوْنِى أَذْكُرْكُمْ (البقرة : ١٥٢)

"তোমরা আমার স্মরণ কর আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করবো"। (সূরা বাকারা ৪ ১৫২)

وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِى نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيْفَةً وَدُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْإِصَالِ ، وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِيْنَ (الأعراف ٢٠٥)

"তোমরা প্রভুকে স্মরণ কর মনের মধ্যে দীনতার সাথে ও ভীতি সহকারে এবং উচ্চ আওয়াজের পরিবর্তে নিম্ন স্বরে সকাল সন্ধ্যায় (অর্থাৎ সর্বক্ষণ) আর তোমরা গাফেলদের অন্তর্ভূক্ত হয়ো না"। (সূরা আরাফ ৪ ২০৫)

وَأذْكُرُوْا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ (الجمعة : ١٠)

"আর বেশী করে আল্লাহকে স্মরণ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।" (সূরা জুমু'আ ৪ ১০)

إِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ .... وَالذَّاكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيْمًا (الأحزاب : ٣٥)

"অবশ্য যে সব নারী ও পুরুষ মুসলিম, মু'মিন, আল্লাহর অনুগত, সত্যপন্থী, ধৈর্যশীল, আল্লাহর সামনে অবনত, সাদকা দানকারী, রোযা পালনকারী, নিজেদের লজ্জাস্থানের হিফাযতকারী এবং অধিক মাত্রায় আল্লাহ্ স্মরণকারী, আল্লাহ তাদের জন্য ক্ষমা ও বিরাট পুরস্কার নির্দিষ্ট করে রেখেছেন।" (সূরা আহ্যাব ৪ ৩৫)

www.BANGLAKITAB.com

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اذْكُرُوْا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا وَسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَأَصِيْلًا

(الأحزاب : ٤١ ، ٤٢)

"হে ঈমানদারগণ ! আল্লাহকে বেশী বেশী করে স্মরণ কর এবং সকাল সন্ধ্যায় (সর্বক্ষণ) তাঁর প্রশংসা বর্ণনা কর ও তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা কর ....।" (সূরা আহ্‌যাব ঃ ৪১ - ৪২)

١٤٠٨- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ، ﷺ : « كَلِمَتَانِ خَفِيْفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيْلَتَانِ فِيْ الْمِيْزَانِ حَبِيْبَتَانِ إِلَى الرَّحْمٰنِ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৪০৮. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ এমন দু'টি বাক্য আছে, যা মুখে উচ্চারণে হাল্‌কা কিন্তু পাল্লায় (ওযন) ভারী এবং আল্লাহর কাছে প্রিয়। (এ বাক্য দু'টি হচ্ছে ঃ) "সুবহা-নাল্লা-হি ওয়া বিহামদিহি, সুবহা-নাল্লা-হিল আযীম।" (বুখারী ও মুসলিম)

١٤٠٩- وَعَنْهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : لَأَنْ أَقُوْلَ : سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৪০৯. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "আমার কাছে "সুব্‌হানাল্লাহ, ওয়াল হাম্‌দু লিল্লাহ, ওয়া লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আল্লাহু আকবার" বলা দুনিয়ার সব জিনিসের চাইতেও বেশী প্রিয়"। (মুসলিম)

١٤١٠- وَعَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « مَنْ قَالَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ فِيْ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذٰلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ ، وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا رَجُلٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْهُ » وَقَالَ : « مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ فِيْ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ حُطَّتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

www.BANGLAKITAB.com

১৪১০. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি প্রতিদিন ১০০ বার বলবে "লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা-শারীকালাহু লাহুল মুল্‌কু ওয়া লাহুল হাম্‌দু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইইন কাদীর –আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। তিনি এক। তাঁর কোন শরীক নেই। সমস্ত রাজত্ব তাঁর। সমস্ত প্রশংসা তাঁর। তিনি সমস্ত বস্তুর ওপর শক্তিশালী"। সে দশটি গোলাম আযাদ করার সমান সাওয়াব লাভ করবে। আর তার নামে লেখা হবে ১০০টি নেকী এবং তার নাম থেকে ১০ টি গুনাহ মুছে ফেলা হবে। আর সে সেদিন সন্ধ্যা হওয়া পর্যন্ত শয়তানের প্রলোভন থেকে সংরক্ষিত থাকবে এবং কিয়ামতের দিন কেউ তার চাইতে ভালো আমল আনতে পারবে না একমাত্র সেই ব্যক্তি ছাড়া যে তার চাইতে বেশী আমল করেছে। তিনি বলেছেন যে ব্যক্তি বলবে ঃ "সুবহা-নাল্লাহি ওয়া বিহাম্‌দিহি" প্রতিদিন ১০০ বার, তার সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে, যদিও তা হয় সমুদ্রের ফেনপুঞ্জের সমান। (বুখারী ও মুসলিম)

١٤١١– وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : «مَنْ قَالَ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، عَشْرَ مَرَّاتٍ : كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ أَرْبَعَةَ أَنْفُسٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৪১১. হযরত আইয়ূব আল আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ১০ বার পড়ে "লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা-শারীকালাহু লাহুল মুল্‌কু ওয়া লাহুল হাম্‌দু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইইন কাদীর" সে যেন ইসমাঈলের চারটি সন্তানকে গোলামী থেকে মুক্তি দান করলো। (বুখারী ও মুসলিম)

١٤١٢– وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : «إِلاَ أُخْبِرُكَ بِأَحَبِّ الْكَلاَمِ إِلَى اللّٰهِ ؟ إِنَّ أَحَبَّ الْكَلاَمِ إِلَى اللّٰهِ : سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৪১২. হযরত আবু যার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বরেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহর কাছে যে কথাটি সবচাইতে প্রিয় সেটি আমি তোমাদেরকে জানাবো ? অবশ্য আল্লাহর কাছে সব চাইতে প্রিয় কথাটি হচ্ছে ঃ "সুবহা-নাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি"। (মুসলিম)

١٤١٣– وَعَنْ أَبِي مَالِكٍ الأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : «الطُّهُورُ شَطْرُ الإِيمَانِ ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ تَمْلأُ الْمِيزَانَ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ تَمْلآنِ أَوْ تَمْلأُ مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

www.BANGLAKITAB.com

১৪১৩. আবু মালিক আল আশ'আরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তাহারাত-পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক আর "আল-হামদুলিল্লাহ" বাক্যটি মীযান (দাঁড়িপাল্লা) ভরে দেয় এবং "সুবহানাল্লাহ ওয়াল হাম্‌দুল্লিাহ" এই বাক্যদু'টি ভরে দেয় বা এদের প্রত্যেকটি ভরে দেয় আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানের সবটুকু। (মুসলিম)

١٤١٤– وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِى وَقَّاصٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : جَاءَ أَعْرَابِىٌّ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ : عَلِّمْنِى كَلَامًا أَقُوْلُهُ ، قَالَ : « قُلْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ اَللّٰهُ أَكْبَرُ كَبِيْرًا ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا ، وَسُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ » قَالَ فَهٰؤُلَاءِ لِرَبِّى ، فَمَا لِى ؟ قَالَ : « قُلْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِى وَارْحَمْنِى وَاهْدِنِى وَارْزُقْنِى » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৪১৪. হযরত সা'দ ইব্‌ন আবু ওয়াক্কাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একজন আরবী (গ্রাম্য ব্যক্তি) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ এসে বললো ঃ আমাকে এমন কোন কালেমা শিখিয়ে দিন যা আমি পড়তে থাকবো। জবাবে তিনি বললেন ঃ "লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা-শারীকালাহু আল্লাহু আক্‌বার কাবীরান ওয়াল হাম্‌দু লিল্লাহি কাসীরান ওয়া সুবহা-নাল্লাহি রাব্বিল আ-লামীন ওয়ালা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আযীযিল হাকীম" এই কালেমাগুলি পড়তে থাক। গ্রাম্য লোকটি আরয করলো ঃ এসব কালেমা তো হলো আমার রবের জন্য, এখন আমার জন্য কি আছে ? জবাবে তিনি বললেন ঃ তুমি এই দু'আটি পড়তে থাকঃ "আল্লাহুম্মাগ্‌ফিরলী ওয়ারহামনী ওয়াহদিনী ওয়ার যুক্‌নী– হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করুন আমার ওপর করুণা করুন, আমাকে হিদায়াত দান করুন এবং আমাকে রিযিক দান করুন"। (মুসলিম)

١٤١٥– وَعَنْ ثَوْبَانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ ثَلَاثًا وَقَالَ : « أَللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ ، وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ » قِيْلَ لِلْأَوْزَاعِىِّ ، وَهُوَ أَحَدُ رُوَاةِ الْحَدِيْثِ : كَيْفَ الْإِسْتِغْفَارُ ؟ قَالَ : تَقُوْلُ : أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ ، أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৪১৫. হযরত সাওবান (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন নামায শেষ করতেন তখন তিনবার ইস্তিগফার করতেন এবং (তারপর) বলতেন ঃ "আল্লাহুম্মা আন্‌তাস্‌ সালাম, ওয়া মিন্‌কাস্‌ সালাম, তাবা-রাক্‌তা ইয়া যাল্‌ জালালি

www.BANGLAKITAB.com

ওয়াল ইক্‌রাম।" ইমাম আওযায়ীকে (এই হাদীসটির একজন বর্ণনাকারী) জিজ্ঞেস করলো, (তাঁর) ইস্তিগফার কেমন ছিল? তিনি জবাব দিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন ঃ "আস্‌তাগফিরুল্লাহ্‌, আস্‌তাগ্‌ফিরুল্লাহ।" (মুসলিম)

١٤١٦– وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ ، وَلَا يَنْفَعُ ذَالْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৪১৬. হযরত মুগীরা ইব্‌ন শুবা' (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন নামায শেষ করতেন এবং সালাম ফিরতেন তখন বলতেন ঃ "লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়াহুদাহু লা-শারীকালাহু, লাহুল মুলুকু ওয়া লাহুল হাম্‌দু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইইন কাদীর। আল্লাহুম্মা লা-মা-নিয়া লিমা আ'তাইতা, ওয়া লা-মু'তীশলিমা মানা'তা, ওয়ালা-ইয়ানফাউ যাল্‌ জাদ্দি মিন্‌কাল জাদ্দু–আল্লাহ ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই, রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসাও তাঁর আর তিনি সব বস্তুর ওপর ক্ষমতাবান। হে আল্লাহ ! আপনি যা দিয়েছেন তা রোধ করার কেউ নেই আর আপনি যা রোধ করেন তা দান করার সাধ্য কারোর নেই। আর ধনবানকে তার ধন আযাবের মুকাবিলায় কোন উপকার করতে পারে না"। (বুখারী ও মুসলিম)

١٤١٧– وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ حِيْنَ يُسَلِّمُ : لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ ، قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ : وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُهَلِّلُ بِهِنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوْبَةٍ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৪১৭. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবায়র (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক নামায শেষে সালাম ফেরার পর পড়তেন ঃ "লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা-শারীকালাহু, লাহুল মুল্‌কু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর, লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ ওয়া লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া লা-না'বুদু ইল্লা ইয়্যাহু লাহুন নি'মাতু ওয়া লাহুল ফাদ্‌লু ওয়া লাহুস্‌ সানাউল হাসনু, লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু মুখলিসীনা লাহুদদ্বীন ওয়া লাও কারিহাল কা-ফিরূন– আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ্‌ নেই, তিনি এক, তাঁর কোনো শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা তাঁরি জন্য আর তিনি

www.BANGLAKITAB.com

সবকিছুর ওপর শক্তিশালী, আল্লাহ্ প্রদত্ত শক্তি ছাড়া গুনাহ থেকে বিরত থাকার এবং ইবাদাত করার শক্তি কারোর নেই। আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। আমরা তাঁর ছাড়া আর কারোর ইবাদত করি না। সমস্ত অনুগ্রহ ও শ্রেষ্ঠত্ব তাঁরই। সমস্ত সুন্দর ও ভালো প্রশংসা তাঁরই জন্য। তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। আমরা দীনকে একমাত্র তাঁরই জন্য নির্ধারিত করে নিয়েছি, যদিও কাফিরদের কাছে তা অপসন্দ"। ইবন যুবাইর (রা.) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে প্রত্যেক নামায শেষে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" পড়তেন। (মুসলিম)

١٤١٨- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِيْنَ أَتَوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالُوْا : ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُوْرِ بِالدَّرَجَاتِ الْعُلَى ، وَالنَّعِيْمِ الْمُقِيْمِ : يُصَلُّوْنَ كَمَا نُصَلِّي ، وَيَصُوْمُوْنَ كَمَا نَصُوْمُ ، وَلَهُمْ فَضْلٌ مِنْ أَمْوَالٍ : يَحُجُّوْنَ وَيَعْتَمِرُوْنَ وَيُجَاهِدُوْنَ وَيَتَصَدَّقُوْنَ فَقَالَ : « أَلاَ أُعَلِّمُكُمْ شَيْئًا تُدْرِكُوْنَ بِهِ مَنْ سَبَقَكُمْ وَتَسْبِقُوْنَ بِهِ مَنْ بَعْدَكُمْ وَلاَ يَكُوْنُ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنْكُمْ إِلاَّ مَنْ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُمْ ؟ » قَالُوْا : بَلَى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، قَالَ : « تُسَبِّحُوْنَ وَتَحْمَدُوْنَ وَتُكَبِّرُوْنَ خَلْفَ كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ » قَالَ أَبُوْ صَالِحٍ الرَّاوِي عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ لَمَّا سُئِلَ عَنْ كَيْفِيَّةِ ذِكْرِهِنَّ ، قَالَ : يَقُوْلُ : سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ حَتَّى يَكُوْنَ مِنْهُنَّ كُلِّهِنَّ ثَلاَثِيْنَ ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

১৪১৮. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। একবার দরিদ্র মুহাজিররা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বললেন ঃ ধনবানরা তো সমস্ত বড় মর্যাদাগুলো দখল করে নিলেন এবং চিরন্তন নিয়ামতগুলো তাদের ভাগে পড়লো। (কারণ) আমরা যে সব নামায পড়ি তারাও তেমনি নামায পড়ে, আমরা যে সব রোযা রাখি তারাও তেমনি রোযা রাখে কিন্তু ধন-সম্পদের দিক দিয়ে তারা আমাদের চাইতে অগ্রসর। ফলে তারা হজ্জ করে, উমরা করে, আবার জিহাদ করে এবং সাদাকাও করে। জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে এমন জিনিস বলে দেবো (যার ওপর আমল করে) তোমরা নিজেদের চাইতে অগ্রবর্তীদেরকে ধরে ফেলবে এবং তোমাদের পরবর্তীদের থেকেও এগিয়ে যাবে আর তোমাদের মতো ঐ আমলগুলো না করা পর্যন্ত কেউ তোমাদের চাইতে অগ্রবর্তী হবে না? তাঁরা বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! অবশ্য বলে দিন। তিনি বললেন ঃ তোমরা প্রত্যেক নামাযের পর ৩৩ বার তাস্‌বীহ, তাহ্‌মীদ ও তাক্‌বীর পড়ো। বর্ণনাকারী আবু সালিহ সাহাবী (র.) হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, যখন তাঁকে ঐ কালেমাগুলো

www.BANGLAKITAB.com

পড়ার কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো, তিনি বললেন ঃ এ কালেমাগুলো সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালামা বলেছেন, এগুলো হচ্ছে; "সুবহানাল্লাহ ওয়ালহামদুলিল্লাহ ওয়াল্লাহু আকবার" এবং এই প্রত্যেকটি কালেমাই হবে ৩৩ বার। (বুখারী ও মুসলিম)

١٤١٩– وَعَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « مَنْ سَبَّحَ اللّٰهَ فِيْ دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِيْنَ وَحَمِدَ اللّٰهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِيْنَ وَكَبَّرَ اللّٰهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِيْنَ، وَقَالَ تَمَامَ الْمِائَةِ : لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৪১৯. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পর ৩৩ বার 'সুবহানাল্লাহ' ৩৩ বার 'আলহামদুলিল্লাহ' ৩৪ বার 'আল্লাহু আকবার' পড়ে এবং ১০০ বার পূর্ণ করার জন্য একবার "লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াদাহু লা-শারীকালাহু লাহুল মুলুক ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইইন কাদীর" পড়ে, তার সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়, যদিও তা হয় সাগরের ফেনাপুঞ্জের সমান। (মুসলিম)

١٤٢٠– وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « مُعَقِّبَاتٌ لَا يَخِيْبُ قَائِلُهُنَّ أَوْ فَاعِلُهُنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوْبَةٍ : ثَلَاثًا وَثَلَاثِيْنَ تَسْبِيْحَةً وَثَلَاثًا وَثَلَاثِيْنَ تَحْمِيْدَةً وَأَرْبَعًا وَثَلَاثِيْنَ تَكْبِيْرَةً » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৪২০. হযরত কা'ব ইব্ন উজরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, (নামাযের) পরে পঠিত কয়েকটি কালেমা এমন আছে যেগুলো পাঠকারী অথবা (বলেন) সম্পাদনকারী ব্যর্থকাম হয় না। সে কালোমগুলো হচ্ছে ঃ প্রত্যেক ফরয নামাযের পর ৩৩ বার 'সুবহানাল্লাহ', ৩৩ বার 'আল হামদুলিল্লাহ' ও ৩৪ বার 'আল্লাহু আক্‌বার'। (মুসলিম)

١٤٢١– وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَتَعَوَّذُ دُبُرَ الصَّلَوَاتِ بِهٰؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ : « اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلٰى أَرْذَلِ الْعُمُرِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ » رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

www.BANGLAKITAB.com

১৪২১. হযরত সা'দ ইব্‌ন আবু ওয়াক্কাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (সব) নামাযের পর নিম্নোক্ত কালেমার মাধ্যমে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন ঃ "আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল জুব্‌নি ওয়াল বুখ্‌লি ওয়া আউযুবিকা মিন আন উরাদ্দা ইলা আরযালিল উমূরি ওয়া আউযুবিকা মিন ফিতনাতিদ্ দুন্‌ইয়া ওয়া আউযুবিকা মিন ফিত্‌নাতিল কাব্‌রে –হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি ব্যর্থতা ও কৃপণতা থেকে। আর তোমার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি আমাকে বয়সের এমন পর্যায়ের দিকে ঠেলে দেয়া থেকে যে পর্যায়ে মানুষ অথর্ব হয়ে পড়ে। আর এই সংগে তোমার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি দুনিয়ার ফিত্‌না থেকে এবং আশ্রয় চাচ্ছি কবরের ফিত্‌না থেকে"। (বুখারী)

١٤٢٢– وَعَنْ مُعَاذٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَخَذَ بِيَدِهِ وَقَالَ: يَا مُعَاذُ وَاللّٰهِ إِنِّى لَأُحِبُّكَ « فَقَالَ : » أُوْصِيْكَ يَا مُعَاذُ لَا تَدَعَنَّ فِى دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ تَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ أَعِنِّى عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ « رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

১৪২২. হযরত মু'আয (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন তাঁর হাত ধরে বললেন ঃ হে মু'আয ! আল্লাহ্‌র কসম, আমি তোমাকে ভালোবাসি। তারপর বললেন ঃ হে মু'আয! আমি তোমাকে অসিয়্যত করছি প্রত্যেক নামাযের পর নিম্নোক্ত কালেমাগুলো পড়ো ঃ "আল্লাহুম্মা আইন্নী আলা যিকরিহা ওয়া শুক্‌রিকা ওয়া হুস্‌নি ইবাদাতিক –হে আল্লাহ ! যিকর, শোকর ও সর্বাংগ সুন্দর ইবাদাতের ক্ষেত্রে তুমি আমায় সহায়তা করুন"। (আবু দাউদ)

١٤٢٣– عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : » إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنْ أَرْبَعٍ ، يَقُوْلُ : أَللّٰهُمَّ إِنِّى أَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৪২৩. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের কেউ যখন তাশাহ্‌হুদ পড়তে বসে তখন তার আল্লাহর কাছে ৪টি বিষয় থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা উচিত ঃ "আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিন আযাবি জাহান্নাম ওয়া মিন আযাবিল কাবরি ওয়া মিন ফিতনাতিল মাহইয়া ওয়াল মামাতি ওয়া মিন শার্‌রি ফিতনাতিল মাসীহিদ দাজ্জাল –হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি জাহান্নামের আযাব থেকে, কবরের আযাব থেকে, জীবন ও মৃত্যুর আযাব থেকে এবং মাসীহ্ দাজ্জালের ফিত্‌না থেকে"। (মুসলিম)

www.BANGLAKITAB.com

١٤٢٤– وعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يَكُوْنُ مِنْ آخِرِ مَا يَقُوْلُ بَيْنَ التَّشَهُّدِ وَالتَّسْلِيْمِ : « اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৪২৪. হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন নামাযে দাঁড়াতেন, তাশাহহুদও সালামের মাঝখানে তিনি নিম্নোক্ত দু'আটি পড়তেন। আল্লাহুম্মাগফিরলী মা কাদ্দামতু ওয়া মা আখ্‌খারতু ওয়া মা আসরারতু ওয়া মা আলানতু ওয়া মা আস্‌রাফতু ওয়া মা আনতা আলামু বিহী মিন্নী আনতাল মুকাদ্দিমু ওয়া আনতাল মুতাখ্‌খিরু লা-ইলা-হা ইল্লা আনতা (হে আল্লাহ! আমার সেই গুনাহগুলো ক্ষমা করে দিন যেগুলো আমি পূর্বে করেছি এবং যেগুলো আমি পরে করেছি আর যেগুলো আমি গোপনে করেছি ও যেগুলো প্রাকাশ্যে করেছি এবং আমি যা কিছু বাড়াবাড়ি করেছি আর সেই গুনাহ ও যা সম্পর্কে আমার চাইতে আপনি বেশী জানেন। আপনিই অগ্রসরকারী এবং আপনিই পিছিয়ে দেবার ক্ষমতা সম্পন্ন। আপনি ছাড়া আর কোন মাবূদ নেই"। (মুসলিম)

١٤٢٥– وعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُكْثِرُ أَنْ يَقُوْلَ فِي رُكُوْعِهِ وَسُجُوْدِهِ : سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِي » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৪২৫. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের রুকু ও সিজদার মধ্যে নিম্নোক্ত দু'আটি বেশী পড়তেন ঃ "সুবাহানা-কাল্লাহুম্মা রাব্বানা ওয়া বিহামদিকা আল্লাহুম্মাগ ফিরলী– হে আল্লাহ! আপনি পবিত্র আমাদের প্রতিপালক এবং প্রশংসা আপনারই। হে আল্লাহ্ আমাকে মাফ কর দিন"। (বুখারী ও মুসলিম)

١٤٢٦– وعَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ فِي رُكُوْعِهِ وَسُجُوْدِهِ : « سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوْحِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৪২৬. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর (নফল নামাযের) রুকু ও সিজদার মধ্যে নিম্নোক্ত দু'আটি পড়তেন ঃ "সুব্বুহুন কুদ্দূসুন রাব্বুল মালা-ইকাতি ওয়ার রূহ্"। (মুসলিম)

١٤٢٧– وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « فَأَمَّا الرُّكُوْعُ فَعَظِّمُوْا فِيْهِ الرَّبَّ عَزَّ وَجَلَّ ، وَأَمَّا السُّجُوْدُ فَاجْتَهِدُوْا فِي الدُّعَاءِ فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

www.BANGLAKITAB.com

১৪২৭. হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ রুকুতে নিজের রবের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা কর আর সিজ্‌দায় দু'আ করার চেষ্টা কর। কারণ তা তোমাদের জন্য কবুল হয়ে যাওয়াই সংগত। (মুসলিম)

١٤٢٨– وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ ، فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৪২৮. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ "বান্দা যখন সিজ্‌দায় থাকে তখনই সে তার রবের সবচাইতে নিকটবর্তী হয়। কাজেই (সিজ্‌দায়) বেশী করে দু'আ কর"। (মুসলিম)

١٤٢٩– وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ : « اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ دِقَّهُ وَجِلَّهُ وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৪২৯. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর (নফল নামাযের) সিজ্‌দায় বলতেন ঃ "আল্লাহুম্মাগ্‌ ফিরলী যাম্বী কুল্লাহু দিক্কাহু ওয়া জিল্লাহু ওয়া আউয়ালাহু ওয়া আখিরাহু ওয়া আলানীয়াতাহু ওয়া সিররাহু– হে আল্লাহ ! আমার সমস্ত গুনাহ মাফ করে দিন, ছোট-বড়, আগের পরের এবং গোপন-প্রকাশ্য সব গুনাহ"। (মুসলিম)

١٤٣٠– وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَتْ : أَفْتَقَدْتُ النَّبِيَّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَتَحَسَّسْتُ فَإِذَا هُوَ رَاكِعٌ أَوْ سَاجِدٌ يَقُولُ : « سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ » ، وَفِي رِوَايَةٍ : فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ ، وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ. وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ ، وَهُوَ يَقُولُ : « اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُبِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৪৩০. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একরাতে আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বিছানায় পেলাম না। আমি তাকে খুঁজতে লাগলাম। আমি দেখতে, পেলাম তিনি রুকু ও সিজ্‌দায় গিয়ে নিম্নোক্ত দু'আটি পড়ছেন ঃ "সুবহা-নাকা ওয়াবিহামদিকা লা-ইলাহা ইল্লাআন্তা"। অন্য এক রিওয়ায়েতে বলা হয়েছে ঃ আমি শায়িত অবস্থায় তাঁকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম এমন সময় আমার হাত তাঁর পায়ের পাতার মাঝখানে গিয়ে পড়লো। তখন তিনি সিজ্‌দায় ছিলেন এবং তাঁর দু'টি পায়ের পাতা, খাড়া অবস্থায় ছিল। তিনি সিজ্‌দায় বলছিলেন ঃ "আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযূ বিরদাকা মিন সাখাতিকা ওয়া বিমু'আ-ফাতিকা মিন উকূবাতিকা ওয়া আউযূবিকা মিনকা লা-উহ্‌সী সানা-আন আলাইকা, আন্‌তা কামা আসনাইতা আলা নাফসিকা"।

www.BANGLAKITAB.com

-হে আল্লাহ ! আমি আশ্রয় চাচ্ছি তোমার রেযামন্দির মাধ্যমে তোমার ক্রোধ থেকে, তোমার নিরাপত্তার মাধ্যমে তোমার শাস্তি থেকে এবং তোমার রহমতের মাধ্যমে তোমার কঠোরতা থেকে। তোমার প্রশংসা গণনা করতে আমি অপরাগ। তুমি ঠিক তেমনি যেমন তুমি নিজের প্রশংসায় বলেছো"। (মুসলিম)

١٤٣١- وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ : « أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكْسِبَ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ حَسَنَةٍ ! » فَسَأَلَهُ سَائِلٌ مِنْ جُلَسَائِهِ : كَيْفَ يَكْسِبُ أَلْفَ حَسَنَةٍ ؟ قَالَ : « يُسَبِّحُ مِائَةَ تَسْبِيْحَةٍ فَيُكْتَبُ لَهُ أَلْفُ حَسَنَةٍ أَوْ يُحَطُّ عَنْهُ أَلْفُ خَطِيْئَةٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৪৩১. হযরত সা'দ ইব্‌ন আবু ওয়াক্কাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ এক সময় আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে (বসে) ছিলাম। এ সময় তিনি বলেনঃ তোমাদের কেউ কি প্রতিদিন ১০০০টি নেকী অর্জন করতে পারো না ? উপস্থিত সাহাবাগণের মধ্য থেকে একজন জিজ্ঞেস করলেন ঃ কেমন করে সে ১০০০টি নেকী অর্জন করবে? জবাব দিলেন ঃ সে ১০০ বার 'সুবহানাল্লাহ্' পড়বে। এতে তার নামে ১০০০ নেকী লেখা হবে অথবা তার ১০০০ গুনাহ মিটিয়ে দেয়া হবে। (মুসলিম)

١٤٣٢- وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ : فَكُلُّ تَسْبِيْحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَحْمِيْدَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَهْلِيْلَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَكْبِيْرَةٍ صَدَقَةٌ ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوْفِ صَدَقَةٌ ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَيُجْزِيْ مِنْ ذٰلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحٰى » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৪৩২. হযরত যার (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ তোমাদের প্রত্যেকের পোষাকের ওপর সাদাকা ওয়াজিব। কাজেই এক্ষেত্রে প্রত্যেকবার 'সুবহা-নাল্লাহু' বলা একটি সাদাকা, প্রত্যেক বার 'আলহামদু লিল্লাহ' বলা একটি সাদাক, প্রত্যেকবার 'আল্লাহু আকবর' বলা সাদাক, প্রত্যেক বার 'তাক্‌বীর' বলা সাদাকা, ভালো কাজের আদেশ করা সাদাকা এবং খারাপ কাজ করতে নিষেধ করা সাদাকা। আর চাশ্‌তের যে দু'রাকা'আত নামায পড় হবে তা এই সবের জন্য যথেষ্ট। (মুসলিম)

١٤٣٣- وَعَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا بُكْرَةً حِيْنَ صَلَّى الصُّبْحَ وَهِيَ فِي مَسْجِدِهَا ،

www.BANGLAKITAB.com

ثُمَّ رَجَعَ بَعْدَ أَنْ أَضْحَى وَهِيَ جَالِسَةٌ، فَقَالَ: « مَا زِلْتِ عَلَى الْحَالِ الَّتِي فَارَقْتُكِ عَلَيْهَا ؟ » قَالَتْ: نَعَمْ: فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : « لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَوْ وُزِنَتْ بِمَا قُلْتِ مُنْذُ الْيَوْمِ لَوَزَنَتْهُنَّ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَى نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৪৩৩. হযরত উম্মুল মু'মিনীন জুওয়াইরিয়াতা বিনতিল হারিস (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকালে নামায পড়ার পর তার কাছে আসলেন। তিনি তখন নিজের নামাযের যায়গায় বসে ছিলেন। তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবার চাশ্‌তের পর ফিরে এলেন। তখনো তিনি বসে ছিলেন (নিজের যায়গায়)। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন ঃ আমি তোমাকে যে অবস্থায় রেখে গিয়েছিলাম সেই একই অবস্থায় তুমি তখন থেকে বসে রয়েছো ? তিনি জবাব দিলেন ঃ জি হাঁ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ আমি তোমার এখান থেকে যাওয়ার পর এমন চারটি কালেমা তিনবার পড়েছি যা তুমি আজ যা কিছু পড়েছো তার সাথে যদি ওজন করা যায় তাহলে তুমি ওজন করতে পার। সেই কালেমাগুলো হচ্ছে ঃ "সুবহানাল্লাহ্ ওয়া বিহামদিহী, আদাদ খালকিহি, ওয়া রিদা নাফ্‌সিহি, ওয়াযিনাতা আরশিহী ওয়া মিদাদা কালিমা-তিহ্ –আল্লাহ্‌র পবিত্রতা বর্ণনা করছি এবং তাঁর প্রশংসা গাইছি, তাঁর সৃষ্টির সমান সংখ্যক, তাঁর মর্জি অনুযায়ী, তাঁর আরশের ওজনের সমান এবং তাঁর বাক্যবলীর সমান সংখ্যক। (মুসলিম)

١٤٣٤– وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: « مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُهُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ » رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ فَقَالَ: « مَثَلُ الْبَيْتِ الَّذِي يُذْكَرُ اللَّهُ فِيهِ وَالْبَيْتِ الَّذِي لَا يُذْكَرُ اللَّهُ فِيهِ، مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ ».

১৪৩৪. হযরত আবু মূসা আল আশ'আরী (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ "যে ব্যক্তি তার রবের যিকর (স্মরণ) করে আর যে ব্যক্তি তার রবের স্মরণ করে না তাদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে জীবিত ও মৃতের ন্যায়"। (বুখারী)

ইমাম মুসলিম ও এটি রিওয়াতের করেছেন। তবে ইমাম মুসলিমের রিওয়ায়েতে একথাও বলা হয়েছে ঃ "যে গৃহে আল্লাহর যিকর হয় ও যে গৃহে হয় না তাদের দৃষ্টান্ত হলে জীবিত ও মৃতের ন্যায়।"

www.BANGLAKITAB.com

١٤٣٥- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : «يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالَى : أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِيْ بِيْ وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِيْ فَإِنْ ذَكَرَنِيْ فِيْ نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِيْ نَفْسِيْ وَإِنْ ذَكَرَنِيْ فِيْ مَلَإٍ ذَكَرْتُهُ فِيْ مَلَإٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৪৩৫. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ তায়ালা বলেছেন ঃ আমার বান্দা আমার সম্পর্কে যেমনটি ধারণা করে আমি ঠিক তেমনটি। আর সে যখন আমাকে স্মরণ করে তখন আমি তার সাথে থাকি। যদি সে মনে মনে আমাকে স্মরণ করে আমিও আমার মনের মধ্যে তাকে স্মরণ করি। আর যদি সে কোন সমাবেশে আমাকে স্মরণ করে তাহলে আমি তাকে স্মরণ করি এমন সমাবেশে যা তার চাইতে উত্তম। (বুখারী ও মুসলিম)

١٤٣٦- وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «سَبَقَ الْمُفَرِّدُوْنَ» قَالُوْا : وَمَا الْمُفَرِّدُوْنَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ : «الذَّاكِرُوْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَالذَّاكِرَاتُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৪৩৬. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ "মুফাররিদরা" অগ্রবর্তী হয়ে গেছে। সাহাবা কিরাম (রা.) জিজ্ঞেস করলেন, "ইয়া রাসূলুল্লাহ ! মুফাররিদ কারা ?" জবাব দিলেন, "খুব বেশী আল্লাহর যিকরকারী পুরুষ ও নারীগণ।" (মুসলিম)

١٤٣٧ وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : «أَفْضَلُ الذِّكْرِ : لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

১৪৩৭. হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ "সর্বোত্তম যিক্‌র হচ্ছে 'লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু'"। (তিরমিযী)

١٤٣٨- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُسْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، إِنَّ شَرَائِعَ الْإِسْلَامِ قَدْ كَثُرَتْ عَلَيَّ فَأَخْبِرْنِيْ بِشَيْءٍ أَتَشَبَّثُ بِهِ قَالَ: «لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

১৪৩৮. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন বুস্‌র (রা.) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি আরয করলো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইসলামের আহকাম আমার জন্য অনেক বেশী হয়ে গেছে। কাজেই আপনি আমাকে এমন একটি জিনিসের খবর দিন যেটাকে আমি শক্ত করে আঁকড়ে ধরবো। তিনি জবাব দিলেনঃ "তোমার জিহ্বাকে সর্বক্ষণ আল্লাহর যিকরে সিক্ত রাখ"। (তিরমিযী)

www.BANGLAKITAB.com

١٤٣٩- وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ غُرِسَتْ لَهُ نَخْلَةٌ فِي الْجَنَّةِ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

১৪৩৯. হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি বলে 'সুবহা-নাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি' তার জন্য জান্নাতে একটি খেজুরের গাছ লাগানো হয়। (তিরমিযী)

١٤٤٠- وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «لَقِيتُ إِبْرَاهِيمَ ﷺ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَقْرِئْ أُمَّتَكَ مِنِّي السَّلَامَ، وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ الْجَنَّةَ طَيِّبَةُ التُّرْبَةِ، عَذْبَةُ الْمَاءِ وَأَنَّهَا قِيعَانٌ وَأَنَّ غِرَاسَهَا: سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

১৪৪০. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে রাতে আমার মি'রাজ হয় সেরাতে আমি ইব্‌রাহীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সাক্ষাৎ করলাম। তিনি বললেন ঃ "হে মুহাম্মাদ! আমার পক্ষ থেকে তোমার উম্মাতকে সালাম পৌঁছাবে এবং তাদেরকে জানাবে যে, জান্নাতে রয়েছে পবিত্র মাটি ও মিষ্টি পানি এবং সেটি হচ্ছে একটি বৃক্ষলতাহীন ধূ ধূ প্রান্তর। আর তার বৃক্ষলতা হচ্ছে ঃ "সুবহানাল্লাহ্ ওয়াল হামদুলিল্লাহ, ওয়া লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার।" (তিরমিযী)

١٤٤١- وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ إِنْفَاقِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ؟» قَالُوا: بَلَى، قَالَ: «ذِكْرُ اللّٰهِ تَعَالَى». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

১৪৪১. হযরত আবুদ দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে উত্তম আমলের কথা জানাবো, যা অত্যন্ত পবিত্র তোমাদের প্রভুর কাছে, যা তোমাদের মর্যাদার দিক দিয়ে অনেক বেশী বুলন্দ এবং তোমাদের জন্য সোনা ও রূপা খরচ করার চাইতে অনেক ভালো আর তোমরা নিজেদের শত্রুদের মুখোমুখি হবে তারপর তোমরা তাদেরকে হত্যা করবে এবং তারা তোমাদেরকে হত্যা করবে- এর চাইতে অনেক বেশী ভালো? সাহাবা কিরাম (রা.) বললেন ঃ হাঁ, অবশ্য বলুন। তিনি বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলার যিকর। (তিরমিযী)

www.BANGLAKITAB.com

١٤٤٢– وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِى وَقَّاصٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَلَى امْرَأَةٍ وَبَيْنَ يَدَيْهِ نَوًى أَوْ حَصًى تُسَبِّحُ بِهِ فَقَالَ : « أُخْبِرُكِ بِمَا هُوَ أَيْسَرُ عَلَيْكِ مِنْ هٰذَا أَوْ أَفْضَلُ » فَقَالَ : « سُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِى السَّمَاءِ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِى الْأَرْضِ ، وَسُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ مَا بَيْنَ ذٰلِكَ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقٌ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ مِثْلَ ذٰلِكَ ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ مِثْلَ ذٰلِكَ ، وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مِثْلَ ذٰلِكَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ مِثْلَ ذٰلِكَ ». رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ.

১৪৪২. হযরত সা'দ ইব্‌ন আবু ওয়াক্কাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে এক মহিলার কাছে গেলেন। তখন তাঁর সামনে ছিল খেজুরের দানা বা কাঁকর। তিনি সেগুলির সাহায্যে তাস্‌বীহ গণনা করছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ আমি কি তোমাকে এমন জিনিসের কথা জানাবো যা তোমার জন্য এর চাইতে সহজ বা এর চাইতে ভালো ? আর তা হচ্ছে ঃ "সুবাহানাল্লাহি আদাদা মা খালাকা ফিস্ সামা-ই –আমি আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি সেইসব বস্তুর সমান সংখ্যক যদি তিনি আসমানে সৃষ্টি করেছেন"। "ওয়া সুবহানাল্লাহি আদাদা মা খালাকা ফিল আরদ আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি সেই সব বস্তুর সমান সংখ্যক যা তিনি পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছেন"। "ওয়া সুবহানাল্লাহি আদাদা মা বাইনা যা-লিক –পবিত্রতা বর্ণনা করছি সেইসব বস্তুর সমান যা ঐ দু'টির মাঝখানে আছে"। "ওয়া সুবহানাল্লাহি আদাদা মাহুয়া খা-লিক" –পবিত্রতা বর্ণনা করছি সেইসব বস্তুর সমান সংখ্যক যার তিনি স্রষ্টা" আর "আল্লাহু আকবার" বাক্যটিও এইভাবে পড়, "আল্ হামদু লিল্লাহ" বাক্যটিও এভাবে পড়, "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু" বাক্যটিও এভাবে পড়ো এবং "লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ" বাক্যটিও এভাবে পড়। (তিরমিযী)

١٤٤٣– وَعَنْ أَبِى مُوْسَى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى كَنْزٍ مِنْ كُنُوْزِ الْجَنَّةِ ؟ » فَقُلْتُ : بَلَى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ « لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৪৪৩. হযরত মূসা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমি কি তোমাকে জান্নাতের কোনো গুপ্ত ধনের কথা জানাবো না ? আমি বললাম ঃ অবশ্য জানান, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বলেন ঃ সে গুপ্তধনটি হচ্ছে "লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ"। (বুখারী ও মুসলিম)

www.BANGLAKITAB.com

بَابُ ذِكْرِ اللّٰهِ تَعَالَى قَائِمًا وَقَاعِدًا وَمُضْطَجِعًا وَمُحْدِثًا وَجُنُبًا وَحَائِضًا إِلاَّ الْقُرْآنُ فَلاَ تَحِلُّ لِجُنُبٍ وَلاَ حَائِضٍ

অনুচ্ছেদ ঃ দাঁড়ানো , বসা ও শায়িত অবস্থায় এবং হাদাস (বিনা অযূতে), জানাবাত (গোসল ফরয অবস্থায়) ও ঋতুমতী অবস্থায় আল্লাহর যিক্‌র করার বৈধতা, তবে জুনূবী গোসল ফরয ও ঋতুমতী মহিলার জন্য কুরআন পড়া জায়িয নয়।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِى الْأَلْبَابِ الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُوْدًا وَعَلَى جُنُوْبِهِمْ [آل عمران : ١٩٠ – ١٩١)

"নিঃসন্দেহে আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং দিন ও রাতের পরিবর্তনের মধ্যে বুদ্ধিমান লোকদের জন্য নির্দশনসমূহ রয়েছে, যারা আল্লাহর যিক্‌র করে দাঁড়িয়ে, বসে ও শায়িত অবস্থায়"। (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৯০, ১৯১)

١٤٤٤– وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَتْ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَذْكُرُ اللّٰهَ تَعَالَى عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৪৪৪. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সব সময় আল্লাহর যিক্‌র করতেন। (মুসলিম)

١٤٤٥– وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : « لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ قَالَ : بِسْمِ اللّٰهِ ، اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৪৪৫. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন তার স্ত্রীর কাছে আসে, তার নিম্নোক্ত দু'আটি পড়া উচিত ঃ "বিস্‌মিল্লাহি আল্লাহুম্মা জান্নিব্‌নাশ শাইতানা ওয়া জান্নিবিশ্‌ শাইতানা মা-রাযাকতানা –আল্লাহর নামে শুরু করছি, হে আল্লাহ! শয়তান থেকে আমাদের দূরে রাখ আর শয়তানকে তার থেকে দূরে রাখা যা আমাদের দান কর"। কাজেই এই মিলনের ফলে যদি তাদের কোন সন্তান জন্ম নেয় তাহলে শয়তান তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। (বুখারী ও মুসলিম)

www.BANGLAKITAB.com

بَابُ يَقُوْلُهُ عِنْدَ نَوْمِهِ وَاسْتِيْقَاظِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ ঘুমুবার আগে ও ঘুম থেকে জাগার পর যে দু'আ পড়তে হবে।

١٤٤٦– عَنْ حُذَيْفَةَ وَأَبِى ذَرٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالاَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا أَوٰى إِلَى فِرَاشِهِ قَالَ : « بِاسْمِكَ اَللّٰهُمَّ أَمُوْتُ وَأَحْيَا » وَإِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ : « اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِى أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُوْرُ » رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ.

১৪৪৬. হযরত হুযাইফা ও আবু যার (রা.) থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখনই বিছানায় শয়ন করতে যেতেন তখনই বলতেন ঃ "বিস্‌মিকাল্লাহুম্মা আমুতু ওয়া আহ্ইয়া" –হে আল্লাহ! তোমার নামে আমি জাগি ও তোমার নামে মরি"। আর যখন জেগে উঠতেন তখন বলতেন ঃ "আলহাম্‌দু লিল্লা-হিল্লাযী আহ্ইয়ানা বা'দামা-আমা-তানা ওয়া ইলাইহিন্ নুশূর" –সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমাদের মৃত্যুর পর জীবিত করেছেন এবং তাঁরই দিকে আবার ফিরে যেতে হবে"। (বুখারী)

بَابُ فَضْلِ حِلَقِ الذِّكْرِ وَالنَّدْبِ إِلَى مُلاَزَمَتِهَا وَالنَّهْيِ عَنْ مُفَارَقَتِهَا لِغَيْرِ عُذْرٍ

অনুচ্ছেদ ঃ যিক্‌রের মজলিসের ফযীলত এবং হামেশাই তার সাথে সংশ্লিষ্ট থাকা মুস্তাহাব আর বিনা ওজরে এ ধরণের মজলিস থেকে আলাদা হয়ে যাওয়ার প্রতি নিষেধাজ্ঞা ।

মহান আল্লাহর বাণী :

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهُ وَلاَ تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ (الكهف : ٨٢)

"আর তুমি নিজেকে তাদের সাথে আবদ্ধ রাখ যারা সকাল-সন্ধ্যায় তাদের রবের ইবাদত করে কেবলমাত্র তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য। আর তোমার দৃষ্টি তাদের ওপর থেকে না সরে যাওয়া উচিত"। (সূরা কাহ্‌ফ ঃ ২৮)

١٤٤٧– وَعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « إِنَّ لِلّٰهِ تَعَالَى مَلاَئِكَةً يَطُوْفُوْنَ فِى الطُّرُقِ يَلْتَمِسُوْنَ أَهْلَ الذِّكْرِ ، فَإِذَا وَجَدُوْا قَوْمًا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ تَنَادَوْا : هَلُمُّوْا إِلَى حَاجَتِكُمْ ، فَيَحُفُّوْنَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَيَحْمَدُوْنَكَ

www.BANGLAKITAB.com

وَيُمَجِّدُوْنَكَ فَيَقُوْلُ : هَلْ رَأَوْنِيْ ؟ فَيَقُوْلُوْنَ : لَا وَاللّٰهِ مَا رَأَوْكَ فَيَقُوْلُ : كَيْفَ لَوْ رَأَوْنِيْ ؟ ! قَالَ : يَقُوْلُوْنَ : لَوْ رَأَوْكَ كَانُوْا أَشَدَّ لَكَ عِبَادَةً ، وَأَشَدَّ لَكَ تَمْجِيْدًا وَأَكْثَرَ لَكَ تَسْبِيْحًا فَيَقُوْلُ : فَمَاذَا يَسْأَلُوْنَ ؟ قَالَ : يَقُوْلُوْنَ : يَسْأَلُوْنَكَ الْجَنَّةَ قَالَ : يَقُوْلُ : وَهَلْ رَأَوْهَا ؟ قَالَ : يَقُوْلُوْنَ : لَا وَاللّٰهِ يَا رَبِّ مَا رَأَوْهَا . قَالَ : يَقُوْلُ : فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا ؟ ! قَالَ : يَقُوْلُوْنَ : لَوْ أَنَّهُمْ رَأَوْهَا كَانُوْا أَشَدَّ عَلَيْهَا حِرْصًا ، وَأَشَدَّ لَهَا طَلَبًا وَأَعْظَمَ فِيْهَا رَغْبَةً ، قَالَ : فَمِمَّ يَتَعَوَّذُوْنَ ؟ قَالَ : يَتَعَوَّذُوْنَ مِنَ النَّارِ قَالَ : فَيَقُوْلُ : وَهَلْ رَأَوْهَا ؟ قَالَ : يَقُوْلُوْنَ : لَا وَاللّٰهِ مَا رَأَوْهَا فَيَقُوْلُ : كَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا ؟ ! قَالَ يَقُوْلُوْنَ : لَوْ رَأَوْهَا كَانُوْا أَشَدَّ مِنْهَا فِرَارًا ، وَأَشَدَّ لَهَا مَخَافَةً ، قَالَ : فَيَقُوْلُ : فَأُشْهِدُكُمْ أَنِّيْ قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ ، قَالَ : يَقُوْلُ مَلَكٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ فِيْهِمْ فُلَانٌ لَيْسَ مِنْهُمْ إِنَّمَا جَاءَ لِحَاجَةٍ قَالَ : هُمُ الْجُلَسَاءُ لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيْسُهُمْ »
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

১৪৪৭. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহর একদল ফিরিশ্‌তা আছে, তাঁরা পথে পথে আল্লাহর যিক্‌ররত লোকদেরকে খুঁজে বেড়ায়। যখন তারা মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহর স্মরণ রত একদল লোককে পেয়ে যায়, নিজের সাথীদেরকে ডেকে বলে ঃ তোমাদের প্রয়োজনের দিকে চলে এসো। তখন (ফিরিশ্‌তারা চলে আসে এবং) নিজেদের ডানার সাহায্যে তাঁরা দুনিয়ার আকাশ পর্যন্ত ঐ যিকিরকারীদের ঢেকে নেয়। তাঁদের রব তাঁদেরকে জিজ্ঞেস করেন, অথচ সবচেয়ে বেশী জানেন ঃ আমার বান্দারা কি বলছে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ বলেন, ফিরিশ্‌তাগণ জবাব দেন ঃ তাঁরা তোমার পবিত্রতা ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করেন, তোমার প্রশংসায় মশগুল রয়েছে এবং তোমার বিরাট মর্যাদা বর্ণনা করছে। আল্লাহ জিজ্ঞেস করেন ঃ তারা কি আমাকে দেখেছে? ফিরিশ্‌তারা জবাব দেয় ঃ না, আল্লাহর কসম! তারা তোমাকে দেখেনি। মহান আল্লাহ বলেন ঃ যদি তারা আমাকে দেখে নেয় তাহলে ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ বলেন ঃ ফিরিশ্‌তারা জবাব দেন ঃ যদি তারা তোমাকে দেখতে পেতো, তাহলে তোমার অনেক বেশী ইবাদত করতো, তোমার অনেক বেশী শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করতো এবং অনকে বেশী তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করতো। মহান আল্লাহ জিজ্ঞেস করেন ঃ তারা কি চায়? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ বলেন, ফিরিশ্‌তাগণ জবাব দেন ঃ তারা তোমার কাছে জান্নাত চায়। তিনি বলেন, মহান আল্লাহ্ জিজ্ঞেস করেন ঃ তারা কি জান্নাত দেখেছে ? তিনি বলেন, মহান আল্লাহ জিজ্ঞেস করেন ঃ যদি তারা তা দেখে নিতো তাহলে? তিনি বলেন, ফিরিশ্‌তারা জবাব দেন ঃ যদি তারা জান্নাত দেখে নিতো, তাহলে তাদের

www.BANGLAKITAB.com

জান্নাতের লোভ, জান্নাতের আকাঙ্ক্ষা ও তার প্রতি আকর্ষণ আরো বেশী বেড়ে যেতো। মহান আল্লাহ জিজ্ঞেস করেন ঃ তারা কোন জিনিস থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছে? তাঁরা বলেন ঃ তারা জাহান্নামা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ বলেন, তখন মহান আল্লাহ জিজ্ঞেস করেন ঃ তারা কি জাহান্নাম দেখেছে? তিনি বলেন, ফিরিশ্‌তাগণ জবাব দেন, না আল্লাহর কসম, তারা জাহান্নাম দেখেনি। তখন মহান আল্লাহ জিজ্ঞেস করেন ঃ যদি তারা জাহান্নাম দেখে নিতো, তাহলে আরো বেশী দূরে ভাগতো এবং তার ভয়ে আরো বেশী ভীত হতো। তিনি বলেন, তখন মহান আল্লাহ বলেন ঃ আমি তোমাদেরকে সাক্ষী রেখে বলছি, আমি তাদেরকে মাফ করে দিলাম। তিনি বলেন, একথা শুনে ফিরিশ্‌তাদের একজন বলে ঃ এদের মধ্যে উমুক ব্যক্তিটি আসরে এদের দলের অন্তর্ভুক্ত নয়, সে কোন প্রয়োজনে এসে পড়েছে। আল্লাহ জবাব দেন ঃ এরা এমন মজলিসের সাথে সংশ্লিষ্ট যার সাথে সংশ্লিষ্ট লোকদেরকে বঞ্চিত করা হয় না। (বুখারী ও মুসলিম)

١٤٤٨– وَعَنْهُ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالاَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « لاَ يَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلاَّ حَفَّتْهُمُ الْمَلاَئِكَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ وَذَكَرَهُمُ اللّٰهُ فِيْمَنْ عِنْدَهُ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৪৪৮. হযরত আবু হুরায়রা ও আবু সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ এমন কোন দল নেই যারা আল্লাহকে স্মরণ করতে থাকে এবং ফিরিশ্‌তারা তাদেরকে ঘিরে নেয় না। তাদেরকে আল্লাহর রহমত দিয়ে ঢেকে দেয় না এবং তাদের ওপর শান্তি বর্ষণ করে না আর আল্লাহ তাঁর কাছে যারা থাকে তাদের সাথে এ স্মরণকারীদের কথা আলোচনা করেন না। (মুসলিম)

١٤٤٩– وَعَنْ أَبِي وَاقِدٍ الْحَارِثِ بْنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ وَالنَّاسُ مَعَهُ إِذْ أَقْبَلَ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ فَأَقْبَلَ اثْنَانِ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَذَهَبَ وَاحِدٌ فَوَقَفَا عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَرَأَى فُرْجَةً فِي الْحَلْقَةِ فَجَلَسَ فِيْهَا وَأَمَّا الْآخَرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ وَأَمَّا الثَّالِثُ فَأَدْبَرَ ذَاهِبًا فَلَمَّا فَرَغَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : أَلاَ أُخْبِرُكُمْ عَنِ النَّفَرِ الثَّلاَثَةِ : أَمَّا أَحَدُهُمْ ، فَأَوَى إِلَى اللّٰهِ فَآوَاهُ اللّٰهُ إِلَيْهِ وَأَمَّا الْآخَرُ فَاسْتَحْيَا فَاسْتَحْيَى اللّٰهُ مِنْهُ وَأَمَّا الْآخَرُ فَأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ اللّٰهُ عَنْهُ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৪৪৯. হযরত আবু ওয়াকিদিল হারিস ইব্‌ন আউফ (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে বসেছিলাম এবং লোকেরা তাঁর সাথে বসেছিলেন,

www.BANGLAKITAB.com

এমন সময় তিনজন লোক সেখানে এসে উপস্থিত হলো। তাদের মধ্য থেকে দু'জন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দিকে ফিরলো এবং একজন চলে গেলো। এরা দু'জন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে দাঁড়িয়ে রইলো। এদের একজন মজলিসের চক্রের মধ্যে কিছু ফাঁক অনুভব করলো এবং তাঁর মধ্যে বসে পড়লো। দ্বিতীয় জন তাদের পেছনে বসে পড়লো। আর তৃতীয় জন মুখ ফিরিয়ে সেখান থেকে চলে গেলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাজ শেষ করার পর বলেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে ঐ ৩ জন সম্পর্কে জানাবো? তাদের একজন আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করেছে। ফলে মহান আল্লাহ্ তাকে আশ্রয় দিয়েছেন। দ্বিতীয়জন (ভীড়ের মধ্যে প্রবেশ করতে) লজ্জা অনুভব করেছে। ফলে মহান আল্লাহ্ও তার সাথে লজ্জাপূর্ণ ব্যবহার করেছেন। আর তৃতীয় জন মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে (চলে গিয়েছে) কাজেই আল্লাহ ও তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। (বুখারী ও মুসলিম)

١٤٥٠- وَعَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : خَرَجَ مُعَاوِيَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَى حَلْقَةٍ فِي الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ : مَا أَجْلَسَكُمْ ؟ قَالُوْا : جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللهَ . قَالَ آللهِ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلاَّ ذَاكَ ؟ قَالُوْا : مَا أَجْلَسَنَا إِلاَّ ذَاكَ قَالَ : أَمَا إِنِّي لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ تُهْمَةً لَكُمْ وَمَا كَانَ أَحَدٌ بِمَنْزِلَتِي مِنْ رَسُوْلِ اللهِ أَقَلَّ عَنْهُ حَدِيْثًا مِنِّي : إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ خَرَجَ عَلَى حَلْقَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ : « مَا أَجْلَسَكُمْ ؟ » قَالُوْا : جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللهَ ، وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِلْإِسْلَامِ وَمَنَّ بِهِ عَلَيْنَا ، قَالَ : « آللهِ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلاَّ ذَاكَ ؟ قَالُوْا: وَاللهِ مَا أَجْلَسَنَا إِلاَّ ذَاكَ . قَالَ « أَمَا إِنِّي لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ تُهْمَةً لَكُمْ ، وَلَكِنَّهُ أَتَانِي جِبْرِيْلُ فَأَخْبَرَنِي أَنَّ اللهَ يُبَاهِي بِكُمُ الْمَلاَئِكَةَ » . رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১৪৫০. হযরত আবু সাঈদ খুদ্‌রী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ হযরত মু'আবিয়া (রা.) মসজিদে একটি মজলিসের কাছে পৌঁছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ "তোমরা এখানে বসে আছো কেন?" লোকেরা জবাব দিলো ঃ "আমরা এখানে বসে আল্লাহর যিকর করছি।" হযরত মু'আবিয়া (রা.) জিজ্ঞেস করলেন ঃ "আল্লাহর কসম! ঐটি ছাড়া আর কোনো কিছুই তোমাদেরকে এখানে বসিয়ে রাখেনি?" তারা জবাব দিলো ঃ "আমরা কেবল ঐ উদ্দেশ্যই এখানে বসেছি।" তিনি বললেন ঃ "জেনে রাখ, আমি কোন দোষারোপ করার উদ্দেশ্যে তোমাদের কাছ থেকে কসম চাইনি এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে আমার চাইতে কম সংখ্যক হাদীসও কেউ উদ্ধৃতি করেনি। অবশ্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবাগণের একটি মজলিসের কাছে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমরা কেন বসে আছো? তারা জবাব দিলো ঃ আমরা বসে আল্লাহ্‌র যিকর করছি, তাঁর প্রশংসা

www.BANGLAKITAB.com

করছি এজন্য যে, তিনি আমাদের ইসলামের পথ দেখিয়েছেন এবং আমাদের প্রতি ইহসান করেছেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ আল্লাহর কসম! এছাড়া আর কোন উদ্দেশ্যে তোমরা এখানে বসোনি? তারা জবাব দিলঃ আল্লাহর কসম! এছাড়া আর কোন উদ্দেশ্যে আমরা এখানে বসিনি। তিনি বলেন ঃ আমি কোন দোষারোপের কারণে তোমাদেরকে কসম দিইনি। বরং হযরত জিব্রীল (আ.) আমার কাছে এসে জানালেন যে, আল্লাহ ফিরিশ্তাগণের কাছে তোমাদের জন্য গর্ব করেছেন। (মুসলিম)

بَابُ الذِّكْرِ عِنْدَ الصَّبَاحِ وَالْمَسَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ সকাল ও সন্ধ্যায় মহান আল্লাহর যিক্র।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِيْنَ [الاعراف : ٢٠٥]

"আর তোমার রবকে স্মরণ কর তোমার মনে মনে দীনতা ও ভীতি সহকারে এবং উচ্চস্বরের পরিবর্তে নিম্নস্বরে সকাল-সন্ধ্যায় আর গাফিলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না"। (সূরা আরাফ ঃ ২০৫)

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا (طه : ١٣٠)

"আর তোমরা রবের তাসবীহ্ পাঠ কর সূর্য উদয়ের পূর্বে ও সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বে।" (সূর তো-হা ঃ ১৩০)

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ (المؤمن : ٥٥)

"আর তোমার রবের তাসবীহ পাঠকর সকাল ও বিকালে। (মুসলিম)

فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ الآية

(النور : ٣٦- ٣٧)

"(তাঁরা নূরের হিদায়াত প্রাপ্ত লোক) সেইসব ঘরে পাওয়া যায়, যেগুলোকে উচ্চ-উন্নত করার এবং যেগুলির মধ্যে আল্লাহকে স্মরণ করার তিনি অনুমতি দিয়েছেন। সে গুলোর মধ্যে ঐসব লোক সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর তাসবীহ্ করে, যাদেরকে ব্যবসায় ও কেনা-বেচা আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফিল করে দেয় না"। (সূরা নূর ঃ ৩৬)

إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ (ص : ١٨)

"অবশ্য আমরা পাহাড়কে হুকুম দিয়েছি যে, তাদের সাথে সকাল সন্ধ্যায় তাসবীহ পাঠ করবে।" (সূরা সোয়াদ ঃ ১৮)

www.BANGLAKITAB.com

١٤٥١- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمْسِي : سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ ، لَمْ يَأْتِ أَحَدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ ، إِلاَّ أَحَدٌ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ أَوْ زَادَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৪৫১. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যখন সকাল হয় ও যখন সন্ধ্যা হয়, সে সময় যে ব্যক্তি ১০০ বার বলে ঃ "সুবহা-নাল্লাহি ওয়া বিহামদিহ" – কিয়ামতের দিন তার চাইতে ভালো আমল আর কারোর হবে না? তবে একমাত্র সেই ব্যক্তির ছাড়া যে এই কালেমাটি তার সমান বলে বা তার চেয়ে বেশীবার বলে। (মুসলিম)

١٤٥٢- وَعَنْهُ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللَّهِ مَا لَقِيتُ مِنْ عَقْرَبٍ لَدَغَتْنِي الْبَارِحَةَ ! قَالَ : « أَمَا لَوْ قُلْتَ حِيْنَ أَمْسَيْتَ : أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَمْ تَضُرَّكَ ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৪৫২. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বণি্ত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! গত রাতে একটি বিচ্ছু আমাকে কামড় দিয়েছিল এবং তাতে আমি বড়ই কষ্ট পেয়েছি। তিনি জবাব দিলেন ঃ সন্ধ্যার সময় তুমি যদি নিম্নোক্ত দু'আটি পড়তে তাহলে অবশ্য বিচ্ছু তোমাকে কোন কষ্ট দিতে না ঃ "আ'উযু বিকালিমাতিল্লাহিত তা-ম্মা-তি মিন শার্‌রি মা খালাকা"। (মুসলিম)

١٤٥٣- وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ إِذَا أَصْبَحَ : اَللَّهُمَّ أَصْبَحْنَا وَبِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوْتُ وَإِلَيْكَ النُّشُوْرُ ». وَإِذَا أَمْسَى قَالَ : « اَللَّهُمَّ بِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوْتُ وَإِلَيْكَ النُّشُوْرُ ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ ، وَالتِّرْمِذِيُّ.

১৪৫৩. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে আরো বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকাল হলে বলতেন ঃ "আল্লাহুম্মা বিকা আসবাহ্না ওয়া বিকা আমসাইনা ওয়া বিকা নাহ্ইয়া ওয়া বিকা নামূতু ওয়া ইলাইকান্ নুশূর" –হে আল্লাহ! তোমারি কুদরতে আমাদের সকাল হয় এবং তোমারি কুদ্রতে আমাদের সন্ধ্যা হয় আর তোমারি নামে আমরা বাঁচি এবং তোমারি নামে আমরা মরি আর তোমারি দিকে আমাদের ফিরে যেতে হবে। আবার সন্ধ্যা হলে তিনি বলতেন ঃ "আল্লাহুম্মা বিকা আমসাইনা ওয়া বিকা নাহ্ইয়া ওয়া বিকা নামূতু ওয়া ইলাইকান্ নুশূর" –হে আল্লাহ! তোমার কুদরতে আমাদের সন্ধ্যায় হয়, তোমার নামে আমরা বাঁচি ও তোমার নামে আমরা মরি এবং তোমারই দিকে আমাদের ফিরে যেতে হবে"। (আবূ দাঊদ ও তিরমিযী)

www.BANGLAKITAB.com

١٤٥٤- وَعَنْهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيْقَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مُرْنِى بِكَلِمَاتٍ أَقُوْلُهُنَّ إِذَا أَصْبَحْتُ وَإِذَا أَمْسَيْتُ ، قَالَ : قُلْ : اَللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ، رَبَّ كُلِّ شَىْءٍ وَمَلِيْكَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِىْ وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ » قَالَ : « قُلْهَا إِذَا أَصْبَحْتَ وَإِذَا أَمْسَيْتَ وَإِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ » رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِىُّ.

১৪৫৪. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) বলেন ঃ আমাকে এমন কিছু কালেমা বলে দিন যেগুলো সকাল সন্ধ্যায় পড়বো। জবাবে তিনি বলেন, বলো ঃ "আল্লাহুম্মা ফা-তিরাস সামাওয়াতি ওয়াল আর্‌দ, আ-লিমাল গাইবি ওয়াশ্ শাহাদাহ্, রাব্বা কুল্লি শাইয়িন ওয়া মালিকাহু আশহাদু আন লা- ইলাহা ইল্লা আনতা, আউযূবিকা মিন শারবি নাফসী ওয়া শাররিশ শায়তীনি ওঁয়া শির্‌কিহ্ –হে আল্লাহ! আকশসমূহ ও পৃথিবীর স্রষ্টা, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য বিষয়সমূহের জ্ঞানের অধিকারী, প্রত্যেকটি বস্তুর প্রতিপালক ও মালিক, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, তুমি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, আমি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি আমার নফসের অনিষ্ট থেকে এবং শয়তানের অনিষ্ট ও তার শিরক করানো থেকে"। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন ঃ সন্ধ্যায় ও বিছানায় শয়ন করার সময় একথাগুলো বল। (আবূ দাঊদ ও তিরমিযী)

١٤٥٥- وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ نَبِىُّ اللّٰهِ ﷺ إِذَا أَمْسَى قَالَ : أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمُلْكُ لِلّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ » قَالَ الرَّاوِىُّ : أُرَاهُ قَالَ فِيْهِنَّ : « لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ، رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِىْ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ وَخَيْرَ مَا بَعْدَهَا، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِىْ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهَا ، رَبِّ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَسُوْءِ الْكِبَرِ ، رَبِّ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ فِىْ النَّارِ وَعَذَابٍ فِى الْقَبْرِ » وَإِذَا أَصْبَحَ قَالَ ذٰلِكَ أَيْضًا : « أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلّٰهِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৪৫৫. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সন্ধ্যাকালে বলতেন ঃ "আমসাইনা ওয়া আমসাল মুল্‌কু লিল্লাহ, ওয়াল হাম্‌দু লিল্লাহ, লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা-শারীকা লাহু –আল্লাহর জন্য আমরা

www.BANGLAKITAB.com

সন্ধ্যাকালে উপনীত হলাম এবং গোটা জগতও উনীত হল। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই"। বর্ণনাকারী বলেন ঃ আমার মনে হয় তিনি এই সংগে একথাও বলেছিলেন ঃ "লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হাম্‌দু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর –রাজত্ব তাঁরই জন্য ও প্রশংসা তাঁরই জন্য এবং তিনি সব কিছুর ওপর শক্তিশালী"। "রাব্বি আস্‌আলুকা খাইরা মা ফী হা-যিহিল্ লাইলাতি ওয়া খাইরা মা বা'দাহা, ওয়া আউযূ বিকা মিন শার্‌রি মাফী হা-যিহিল লাইলাতি ওয়া শার্‌রি মা বাদাহা, রাব্বী আউযূ বিকা মিনাল কাসলি ওয়া সু-ইল কিবার, আউযূ বিকা মিন আযাবিন্ ওয়া আযাবিল কাবর –হে আমার রব! আমি তোমার কাছে এই রাতের সব কিছু কল্যাণ প্রার্থনা করছি এবং এর পরের সব কল্যাণও। আর আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি এই রাতের সব কিছু অকল্যাণ থেকে এবং এর পরের সব অকল্যাণ থেকেও। হে আমার রব! আমি আশ্রয় চাচ্ছি তোমার কাছে আলস্য থেকেও খারাপ বার্ধক্য থেকে। আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি জাহান্নামের আযাব ও কবরের আযাব থেকে"। সকাল বেলা তিনি আবার বলতেন, তবে শুরু করতেন এভাবে ঃ "আসবাহনা ওয়া আস্‌বাহা মুল্‌কুলিল্লাহ –আল্লাহর জন্য আমরা রাত কাটিয়ে ভোর করলাম এবং গোটা জগতও ভোর করল"। (মুসলিম)

١٤٥٦– وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ خُبَيْبٍ بِضَمِّ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ لِى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « اقْرَأْ : قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ حِيْنَ تُمْسِى وَحِيْنَ تُصْبِحُ ، ثَلاَثَ مَرَّاتٍ تَكْفِيْكَ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ » رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِىُّ.

১৪৫৬. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন খুবায়ব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বলেছেন ঃ সন্ধ্যায় ও সকালে "কুল হুয়াল্লাহু আহাদ" (সূরা ইখ্‌লাস) "কুল আউযূ বিরাব্বিল ফালাক" (সূরা ফালাক) ও "কুল আউযূ বিরাব্বিন নাস" (সূরা নাস) তিন বার করে পড়, তাহলে এগুলো সবকিছু থেকে তোমার জন্য যথেষ্ট হবে।" (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

١٤٥٧– وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « مَا مِنْ عَبْدٍ يَقُوْلُ فِىْ صَبَاحِ كُلِّ يَوْمٍ وَمَسَاءِ كُلِّ لَيْلَةٍ : بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِى لاَيَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَىْءٌ فِى الْأَرْضِ وَلاَ فِى السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ، ثَلاَثَ مَرَّاتٍ إِلاَّ لَمْ يَضُرَّهُ شَىْءٌ » رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ ، وَالتِّرْمِذِىُّ.

১৪৫৭. হযরত উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি প্রত্যেক দিন সকালে ও প্রত্যেক রাত

www.BANGLAKITAB.com

সন্ধ্যায় নিম্নোক্ত দু'আটি তিনবার পড়লে কোন জিনিস তার ক্ষতি করতে পারে না ঃ "বিস্‌মিল্লাহ হিল্লাযী লা ইয়াদুর্‌রু মা'আস্‌মিহী শাইউন ফিল আর্‌দি ওয়ালা ফিস্‌ সামা-ই ওয়াহুওয়াস সামীউল আলীম –শুরু করছি আমি সেই আল্লাহ্‌র নামে যাঁর নামের বরকতে আকাশে ও পৃথিবীতে কোন জিনিস ক্ষতি করে না এবং তিনি সর্বদ্রষ্টা ও সর্বজ্ঞ"। (আবু দাঊদ ও তিরমিযী)

بَابُ مَا يَقُوْلُهُ عِنْدَ النَّوْمِ

অনুচ্ছেদ ঃ ঘুমাবার সময় যে দু'আ পড়তে হবে।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيَاتٍ لِأُوْلِي الْأَلْبَابِ الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُوْدًا وَعَلَى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِي خَلْقِ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ الْآيَاتِ . (آل عمران : ١٩٠-١٩١)

"নিঃসন্দেহে চিন্তাশীল ব্যক্তিদের জন্য আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং রাত ও দিনের আবর্তনের মধ্যে নিদর্শনসমূহ রয়েছে যেসব লোক আল্লাহকে স্মরণ করে দাঁড়িয়ে বসে, শায়িত অবস্থায় এবং আকাশ ও পৃথিবীর ব্যাপারে চিন্তা করে– তারা বলে, হে আমাদের রব তুমি এসব অনর্থক সৃষ্টি করনি।"

(সূরা আলে ইমরান ঃ ১৯০-১৯১)

١٤٥٨– وَعَنْ حُذَيْفَةَ وَأَبِيْ ذَرٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ قَالَ : « بِاسْمِكَ اللّٰهُمَّ أَحْيَا وَأَمُوْتُ » رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১৪৫৮. হযরত হুযায়ফা ও আবু যার (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন বিছানায় শয়ন করতেন তখন বলতেন ঃ "বিস্‌মিকাল্লা হুম্মা আহ্‌ইয়া ওয়া আমুতু –হে আল্লাহ! তোমারি নামে আমি বাঁচি ও মরি"। (বুখারী)

١٤٥٩– وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَهُ وَلِفَاطِمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا : « إِذَا أَوَيْتُمَا إِلَى فِرَاشِكُمَا ، أَوْ : إِذَا أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا فَكَبِّرَا ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ ، وَسَبِّحَا ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ ، وَأَحْمَدَا ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ » وَفِيْ رِوَايَةٍ : التَّسْبِيْحُ أَرْبَعًا وَثَلاَثِيْنَ » وَفِيْ رِوَايَةٍ : « التَّكْبِيْرُ أَرْبَعًا وَثَلاَثِيْنَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৪৫৯. হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে ও ফাতিমাকে বলেন ঃ যখন তোমরা তোমাদের বিছানার দিকে যাও বা তোমরা দু'জন

www.BANGLAKITAB.com

তোমাদের বিছানায় শুয়ে পড় তখন তখন ৩৩ বার "আল্লাহু আকবার", ৩৩ বার "সুবহানাল্লাহ" ও ৩৩ বার "আল হামদুলিল্লাহ" পাঠ কর। অন্য এক রিওয়ায়েতে বলা হয়েছে ঃ "সুবহানাল্লাহ" ৩৪ বার আবার আর এক রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে ঃ "আল্লাহু আকবর" ৩৪ বার পাঠ কর। (বুখারী)

١٤٦٠- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «إِذَا أَوَى أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ فَلْيَنْفُضْ فِرَاشَهُ بِدَاخِلَةِ إِزَارِهِ فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي مَا خَلَفَهُ عَلَيْهِ ثُمَّ يَقُوْلُ : بِاسْمِكَ رَبِّيْ وَضَعْتُ جَنْبِي وَبِكَ أَرْفَعُهُ إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَارْحَمْهَا وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِيْنَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৪৬০. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ "তোমাদের কেউ যখন নিজের বিছানায় আসে, তাকে নিজের ইযারের ভিতরের অংশ দিয়ে বিছানাটি ঝেড়ে নেয়া উচিত। কারণ সে জানে না তার পরে তার বিছানায় ওপর কি এসে পড়েছে"। তারপর (শুয়ে পড়ার সময়) নিম্নোক্ত দু'আটি পড়া উচিত ঃ "বিস্‌মিকা রাব্বী ওয়াদা'তু জাম্বী ওয়াবিকা আরফাউহু ইন আমসাক্‌তা নাফ্‌সী ফারহামহা, ওয়া ইন আল সাল্‌তাহা ফাহফাযহা বিমা তাহ্‌ফাযু বিহী ইব্‌ন-দাকাস সা-লিহীন –হে আমার রব! তোমার নামে আমি পার্শ্বদেশ স্থাপন করলাম এবং তোমার সাহায্যে তাকে উঠাবো। যদি তুমি আমার প্রাণ নিয়ে নাও তাহলে তার ওপর রহম কর আর যদি ছেড়ে দাও তাহলে তাকে সংরক্ষণ করো সেই জিনিস থেকে যা থেকে তুমি তোমার নেক বান্দাদেরকে হিফাযত করে থাক"। (বুখারী ও মুসলিম)

١٤٦١- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ نَفَثَ فِي يَدَيْهِ وَقَرَأَ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَمَسَحَ بِهِمَا جَسَدَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَّيْهِ ثُمَّ نَفَثَ فِيْهِمَا فَقَرَأَ فِيْهِمَا : قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ، وَقُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ، وَقُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ ، يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৪৬১. হযরত আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন নিজের বিছানায় যেতেন (শয়ন করার উদ্দেশ্যে), দুই হাত একত্রিত করে তাতে ফুঁক

www.BANGLAKITAB.com

দিতেন এবং সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়তেন ও হাত দু'টি নিজের শরীর মুবারকে ঘসতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

বুখারী ও মুসলিমের অন্য একটি রিওয়ায়েতে বলা হয়েছে ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন প্রত্যেক রাতে নিজের বিছানায় দিকে যেতেন তখন নিজের হাতের তালু দু'টো একত্রিত করে তাতে ফুঁক দিতেন, তারপর তার ওপর পড়তেন ঃ "কুল হুয়াল্লাহু আহাদ", "কুল আউযূ বিরাব্বিল ফালাক" ও "কুল আউযূ বিরাব্বিন নাস" তারপর দু'হাতের তালু দিয়ে শরীর মুবারকের যতটুকু অংশ পারতেন ঘসতেন। এ দু'হাত প্রথমে নিজের মাথায় ও মুখমণ্ডলে মলতেন তারপর শরীরের সামনের অংশে মলতেন। এভাবে তিনবার করতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

١٤٦٢- وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وَضُوْءَكَ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الْأَيْمَنِ ، وَقُلْ : اَللّٰهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِيْ إِلَيْكَ ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِيْ إِلَيْكَ ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِيْ إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ ، لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَى مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِيْ أَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِيْ أَرْسَلْتَ فَإِنْ مِتَّ مِتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَقُوْلُ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৪৬২. হযরত বারাআ ইব্‌ন আযিব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বলেন ঃ যখন তুমি নিজের বিছানায় শয়ন করার ইচ্ছা কর, তখন অযূ কর ঠিক যেন নামাযের জন্য অযূ কর। তারপর ডান পাশে শুয়ে পড় এবং বল ঃ "আল্লাহুম্মা আসলামতু নাফসী ইলাইকা, ওয়া ফাও ওয়াদ্‌তু আমরী ইলাইকা, ওয়া আলজাতু যাহ্‌রী ইলাইকা, রুগবাতান ওয়া রাহ্‌বাতান ইলাইকা, লা-মাল্‌জাআ ওয়ালা-মান্‌জাআ মিন্‌কা ইল্লা ইলাইকা, আনমানতু বিকিতা-বিকাল্লাযী আন্‌যাল্‌তা, ওয়া নাবীয়্যীকাল্লাযী আরসাল্‌তা -হে আল্লাহ! আমার প্রাণ তোমার হাতে সঁপে দিয়েছি, আমার কাজ তোমার ওপর সোর্পদ করেছি এবং আমার পিঠ তোমার দিকে লাগিয়েছি। এসব কাজই তোমার সাওয়াবের আগ্রহে ও আযাবের ভয়ে করেছি। তোমার কাছে ছাড়া আর কোন পালাবার ও বাঁচাবার জায়গা নেই। আমি ঈমান এনেছি তুমি যে কিতাব নাযিল করেছো তার ওপর এবং যে নবী প্রেরণ করেছো তার ওপর। এখন যদি তুমি ঘুমের মধ্যে মরে যাও তাহলে তুমি স্বভাব ধর্মের ওপর মারা গেলে"। আর এগুলোকে নিজের শেষ বাক্যের পরিণত কর। (বুখারী ও মুসলিম)

١٤٦٣- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ قَالَ : « اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَانَا وَآوَانَا ، فَكَمْ مِمَّنْ لَا كَافِيَ لَهُ وَلَا مُؤْوِيَ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

www.BANGLAKITAB.com

১৪৬৩. হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন বিছানায় যেতেন তখন বলতেন ঃ "আল্‌হাম্‌দু লিল্লা-হিল্লাযী আত্‌আমানা ওয়া সাকা-না ওয়া কাফা-না ওয়া আ-ওয়া-না –সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি আমাদের আহার করিয়েছেন, আমাদের পান করিয়েছেন, আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টা ফলবতী করেছেন এবং আমাদের আশ্রয় দিয়েছেন। কাজেই তাদের এমন অনেকে আছে যাদের প্রচেষ্টাকে ফলবতী করা হয়নি এবং তাদেরকে আশ্রয় স্থল ও দেয়া হয়নি"। (মুসলিম)

١٤٦٤– وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْقُدَ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنٰى تَحْتَ خَدِّهِ ثُمَّ يَقُوْلُ : « اَللّٰهُمَّ قِنِىْ عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ » رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ.

১৪৬৪. হযরত হুযায়ফা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন শয়ন করার ইচ্ছা করতেন তখন নিজের ডান হাতটা গালের নিচে রাখতেন এবং বলতেন ঃ "আল্লাহুম্মা কিনী আযাবাকা ইয়াওমা তাব্‌আসু ইবন-দাকা" –হে আল্লাহ! আমাকে বাঁচাও তোমার আযাব থেকে যেদিন তোমার বান্দাদেরকে (আবার) জীবিত করবে। (তিরমিযী)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ هَدَانَا لِهٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِىَ لَوْلَا اَنْ هَدَانَا اللّٰهُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ـ

তৃতীয় খণ্ড সমাপ্ত